আফগান মহিলাদের রেডিও স্টেশন ‘রেডিও বেগম’ ফের চালু হচ্ছে

সারে-জমিন

পুজোর মতো ঈদগাহ কমিটিকে সরকারি অনুদানের দাবি অধীরের

রূপসী বাংলা

ইউরোপকে এখন যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়াই চলতে হবে

সম্পাদকীয়

ভূতুড়ে ভোটার লিস্ট সংশোধনে পথে উপপ্রধান

সাধারণ

রেকর্ড ভেঙে আরও রেকর্ড গড়ার পথে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি

খেলতে খেলতে

আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

সোমবার
২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫
১১ ফাল্গুন ১৪৩১
২৫ শাবান ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 20 ■ Issue: 54 ■ Daily APONZONE ■ 24 February 2025 ■ Monday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

মহবুবুল হককে গ্রেফতার, নিন্দা দেশজুড়ে

আপনজন ডেস্ক: মেঘালয়ের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইউএসটিএম) আচার্য মহবুবুল হককে শুক্রবার সকালে গুয়াহাটি থেকে গ্রেপ্তার করে আসাম পুলিশ। ‘বন্যা জিহাদ’-এর অভিযোগসহ অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার একাধিক বিদ্বেষমূলক প্রচারণার মুখে পড়েছিলেন তিনি ও তাঁর প্রতিষ্ঠান। হিমন্ত বিশ্ব শর্মার অভিযোগ, শ্রীভূমি জেলার পাথারকান্দি এলাকায় তার প্রতিষ্ঠিত সিবিএসই স্কুলে কয়েকজন পড়ুয়াকে সিবিএসই পরীক্ষায় বেশি নম্বর দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এই গ্রেফতারে দেশজুড়ে নিন্দার ঝড় উঠেছে। অসমের প্রাক্তন সাংসদ আবদুল খালেক বলেন, হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কয়েক মাস ধরে তার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার ছড়াচ্ছিলেন। এবার অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করলেন। কংগ্রেস নেতা ড. মকসুর উসমানি বলেন, ন্যাক‘এ’ পাওয়া ইউএসটিএম কর্তার গ্রেফতার চরম নিন্দাজনক। বাংলার আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী বলেছেন, ঘটনাটি উদ্বেগজনক।

ছ’মাস পার, তবু মহারাষ্ট্রে সংখ্যালঘু খাতে কানাকড়িও খরচ হল না

আপনজন ডেস্ক: নবগঠিত সংখ্যালঘু কল্যাণ প্রতিষ্ঠান সংখ্যালঘু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এএমআরটিআই) ঘোষণার ছয় মাস পরেও কর্তাহীন অবস্থায় রয়েছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত উন্নয়নের জন্য প্রতিষ্ঠিত ‘এএমআরটিআই’ সচিব পর্যায়ের বৈঠক না থাকায় এখনও পরিচালক পায়নি। সমাজবাদী পার্টির বিধায়ক রইস শেখ জানিয়েছেন, বিলম্বের ফলে ৬.২৫ কোটি টাকার তহবিল পাঁচ মাসেরও বেশি সময় ধরে অব্যবহৃত রয়েছে। বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য রাজ্যে বারটি, মহাজ্যোতি, সারথি এবং অমৃতের মতো স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একই ভিত্তিতে বিধানসভা নির্বাচনের আগে ২০২৪ সালের অগাস্টে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য এএমআরটিআই গঠন করা হয়েছিল। উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার এবং সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী দত্তাত্রেয় ভারনেকে লেখা চিঠিতে অবিলম্বে সংখ্যালঘু খাতে বরাদ্দ টাকা খরচের কাজ ত্বরান্বিত করার দাবি জানিয়েছেন রইস।

কোহলির সেঞ্চুরিতে ধরাশায়ী পাকিস্তান

আপনজন ডেস্ক: ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে একটা কথা প্রচলিত আছে যে সব দলের কাছে হারলেও দুই দলের লড়াইয়ে কখনোই পরাজিত দলে থাকা যাবে না। যেভাবে হোক জয় নিয়েই মাঠ ছাড়তে হবে। কেননা দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর ম্যাচ শুধুই একটি ক্রিকেট ম্যাচ নয়!
এমন ম্যাচকেই ছন্দে ফেরার মঞ্চ বানালেন বিরাট কোহলি। সীমিত সংস্করণের ক্রিকেটে ছন্দে যে ছিলেন না তেমনটা অবশ্য নয়। তবে তার মতো কিংবদন্তি ব্যাটারের কাছে যা দেখতে অভ্যস্ত দর্শক-সমর্থকরা তা এতদিন কোহলির ব্যাটিংয়ে ছিল না। আজ দুবাইয়ে দর্শক-সমর্থকদের নয়ন জুড়ানো সেই ইনিংসই উপহার দিয়েছেন। যা দেখে যারপরনাই খুশি হয়েছেন দুবাইয়ের গ্যালারিতে উপস্থিত ভারতীয় সমর্থকরা।
কোহলির দুর্দান্ত সেঞ্চুরিতেই আজ পাকিস্তানের বিপক্ষে ৬ উইকেটের জয় পেয়েছে ভারত।
৪৫ বল হাতে রেখে পাওয়া সহজ জয়ে অবশ্য ফিফটি করে অবদান রেখেছেন শ্রেয়াস আইয়ারও। সঙ্গে বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে সেঞ্চুরি করা শুভমান গিলের অবদানও কম নয় কিন্তু। কোহলির সঙ্গে দ্বিতীয় উইকেটে ৬৯ রানের জুটি গড়ে জয়ের ভিত গড়ে দিয়েছেন তো তিনি। ২৪২ রানের লক্ষ্য তাড়ার ম্যাচে আউট হওয়ার আগে খেলেছেন ৭ চারে ৪৬ রানের ইনিংস। গিলের ইনিংসটা আজও বড় হতে পারত। তবে আবরার আহমেদের ম্যাজিক্যাল এক লেগস্পিনে ‘জীবন’ দিতে বাধ্য হয়েছেন ভারতীয় ওপেনার। গিলকে আউট করে পাকিস্তানের লেগস্পিনার উদযাপনটাও করলেন দেখার মতোই। চোখের ঈশারায় ভারতীয় ব্যাটারকে ড্রেসিংরুমের পথ দেখান তিনি। তবে ম্যাচ শেষে কোহলির দুর্দান্ত সেঞ্চুরিতে এখন নিজেরাই টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যাওয়ার পথে।
সোমবার বাংলাদেশকে যদি নিউজিল্যান্ড হারিয়ে দেয় তাহলে ঘরের টুর্নামেন্ট দর্শক হয়েই দেখতে হবে স্বাগতিক পাকিস্তানকে। অন্যদিকে সেমিফাইনাল অনেকটা নিশ্চিত হয়ে গেছে ভারতের।
পাকিস্তানের বিপক্ষে আজ আত্মবিশ্বাসী এক কোহলিকেই দেখা গেছে ২২ গজে। চার-ছক্কার ফুলঝুরি ছাড়াও যে সিঙ্গেল আর ডাবলসেও দুর্দান্ত এক সেঞ্চুরি হাঁকানো যায় তা দেখিয়েছেন কোহলি। দলের জয়ের যখন ২ রান প্রয়োজন কোহলির সেঞ্চুরি করতে ৪ রান দরকার। খুশদিল শাহকে চার মেরে এক ঢিলে দুই কাজ সারেন তিনি। কাঁটায় কাঁটায় ১০০ রানের ইনিংসটি সাজিয়েছেন ৭ চারে। ৫১তম সেঞ্চুরিতে হাঁকাননি কোনো ছক্কা। সর্বশেষ ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সেঞ্চুরি করেন তিনি।
প্রতিপক্ষ হিসেবে পাকিস্তানকে পেলেই অবশ্য জ্বলে ওঠে কোহলি ব্যাটার। ওয়ানডে ক্যারিয়ারের সর্বোচ্চ ১৮৩ রানের ইনিংসটি তো চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর বিপক্ষেই, ২০১১ বিশ্বকাপে মিরপুরে। পরে পাকিস্তানের বিপক্ষে আরো দুর্দান্ত সব ইনিংস খেলেছেন তিনি। তার মধ্যে ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের অপরাজিত ৮২ রানের ইনিংসকে তো ক্যারিয়ারেরই সেরা ইনিংস বলা হয়।
দুর্দান্ত ইনিংস খেলার পথে একটা রেকর্ডও গড়েছেন কোহলি। ওয়ানডেতে তৃতীয় ব্যাটার হিসেবে ১৪০০০ রানের মাইলফলক স্পর্শ করেছেন ৩৬ বছর বয়সী ব্যাটার। তার ওপরে আছেন শুধু কুমার সাঙ্গাকারা (১৪২৩৪) ও শচীন টেন্ডুলকার (১৮৪২৬)। তবে দ্রুততম ১৪ হাজার রানে দুজনকেই পেছনে ফেলেছেন কোহলি। ২৮৭ ইনিংসে করেছেন তিনি। এতদিন ৩৫০ ইনিংসে শীর্ষে ছিলেন কিংবদন্তি শচীন।
ফিল্ডার হিসেবেও একটা রেকর্ড গড়েছেন কোহলি। ১৫৮ ক্যাচ নিয়ে এখন ভারতের সর্বোচ্চ ক্যাচশিকারি তিনি। এই কীর্তিতে পেছনে ফেলেছেন ১৫৬ ক্যাচ নেওয়া প্রাক্তন অধিনায়ক মুহাম্মদ আজহারউদ্দিনকে।

বৃহস্পতিবার নেতাজি ইন্ডোরে তৃণমূলের রাজ্য সম্মেলন

আপনজন ডেস্ক: আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে তৃণমূলের রাজ্য সম্মেলন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওই সম্মেলনে দলের ঐক্যের বার্তা দেবেন এবং আগামী বছরের বিধানসভা নির্বাচনের জন্য তৃণমূলের রূপরেখা তুলে ধরবেন বলে জানা গেছে।
এক দশক ধরে ভাইপো ও উত্তরাধিকারী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর এই প্রথম তৃণমূল নেত্রীর দলের উপর একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রকাশ্য দাবি সামনে এল।
এ বিষয়ে তৃণমূলের এক বরিষ্ঠ নেতা বলেন,বিধানসভা নির্বাচনের আর মাত্র এক বছর বাকি। আমরা জিতব নিশ্চিত, কিন্তু আত্মতুষ্টিতে ভুগতে চাই না। তার চেয়েও বড় কথা, অভ্যন্তরীণ মতপার্থক্যকে দলের জয়ের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে দেওয়া যাবে না। এটাই হবে মূল বার্তা।
এদিন বিকেলে মমতার বাড়িতে যান তৃণমূলের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক। সম্মেলনের আগে ‘কৌশলগত নীতি’ নিয়ে কথা বলেন বলে সূত্রের খবর।
ডিসেম্বর থেকে তৃণমূলের বৈঠকে মমতা বারবার বলে আসছেন, অভিষেকের নেতৃত্বাধীন তথাকথিত নতুন রক্ষীর দায়িত্ব নেওয়ার কোনও সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়ে তিনি একাই অন্তত আরও এক দশক দল চালাবেন।
তৃণমূলের এক প্রবীণ নেতা বলেন, এই সম্মেলনে বিজেপির বিরুদ্ধে আক্রমণ, দেশকে ধ্বংস করা, বাংলায় তাদের ‘আক্রমণ’ প্রত্যক্ষ করা হবে। কিন্তু মূল কথা হল, তৃণমূলে কোনও ‘ওল্ড গার্ড’ বা ‘নিউ গার্ড’ নেই, স্রেফ ঐক্যবদ্ধ টিম মমতা টানা চতুর্থবার বিধানসভা নির্বাচনে জয় নিশ্চিত করবে।
রাজ্য মন্ত্রিসভার এক সদস্য জানান, রাজ্যের প্রতিটি ব্লক থেকে ও বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে শুরু করে তৃণমূলের সব স্তরের নেতা ও নির্বাচিত প্রতিনিধিরা এই বৈঠকে যোগ দেবেন। তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী এবং প্রবীণ মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ও অরূপ বিশ্বাসের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, পুরনো রক্ষীদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন,‘(সম্মেলনের) ডাক দেওয়ার পর তিনজন ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সোমবার সন্ধ্যায় তারা তিনজন এবং অন্যরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করবেন যাতে সবকিছু পরিকল্পনামাফিক হয়। উল্লেখ্য, তৃণমূল ৪২ টি লোকসভা আসনের মধ্যে ২৯টি আসনে জিতলেও বেশিরভাগ শহরাঞ্চলে খারাপ ফল করেছে এবং রাজ্যের ১২৫টি পুরসভা এলাকার মধ্যে ৬৯টিতে পিছিয়ে রয়েছে।

আশ শিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং

জগন্নাথপুর ■ সহরার হাট ■ ফলতা ■ দঃ ২৪ পরগণা পিন- ৭৪৩৫০৪

মেয়েদের সুরক্ষা আমাদের কাছে অগ্রগণ্য।
এবং একই ক্যাম্পাসে হাসপাতাল ও নার্সিং স্কুল

আর ভিন রাজ্যে নয়!
মেয়েদের নার্সিং স্কুল
এখন
ফলতার সহরারহাটে

২০২৪-২৫ বর্ষে
GNM
কোর্সে
ভর্তি চলছে

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০ বেড সমৃদ্ধ নিজস্ব হাসপাতালে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- জেলায় প্রথম একই ক্যাম্পাসে হাসপাতাল ও নার্সিং স্কুল।
- উন্নত পরিকাঠামোযুক্ত সুপরিসর ভবন।

অন্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনেক কম কোর্স ফিজ - 2.5 লাখ

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের ব্যবস্থা আছে

সায়েন্স / আর্টস / কমার্স---
যেকোন স্ট্রিমে HS-এ
40% নম্বর পেলেই ভর্তি হতে পারবেন

যোগাযোগ
6295 122 937
9732 589 556
www.ashsheefahospital.com

ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর), MBBS, MD, Dip Card

প্রথম নজর

কৃষ্ণপুরে বাঘের পায়ের ছাপ, চাঞ্চল্য

অরবিন্দ মাহাতো ● পুরুলিয়া

আপনজন: বান্দোয়ানের রাইকা পাহাড়ের জঙ্গল ছেড়ে এবার মানবাজার দু'নম্বর ব্লকের কৃষ্ণপুর, লালডুংরী, হাতিরামগোড়া গ্রাম সংলগ্ন এলাকায় বাঘের আগমন। রবিবার সকালে বাঘের পায়ের ছাপ দেখা গেছে মানবাজার দু'নম্বর ব্লকের ওই সমস্ত এলাকায়। সকালবেলা চাষের জমিতে গিয়ে সাধারণ মানুষ বাঘের পায়ের ছাপ গুলি দেখতে পায়। পরে বনদপ্তরে খবর যায়। বনদপ্তরের কর্মীরা এসে বাঘের পায়ের ছাপের নমুনা সংগ্রহ করেন। এবং এলাকায় বনদপ্তরের পক্ষ থেকে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। উল্লেখ্য মানবাজার দু নম্বর ব্লকের এই সমস্ত এলাকায় গভীর জঙ্গলের সংখ্যা কম, অন্যদিকে জনমানবের সংখ্যা বেশি থাকায় বাঘের আতঙ্কে আতঙ্কিত এলাকাবাসী। তবে বাঘ কি মানবাজার দু'নম্বর ব্লকের হাতিরামগোড়া, জঙ্গলেই রয়েছে, নাকি আবার ইউটার্ন নিয়ে রাইকার জঙ্গলে প্রবেশ করেছে সে নিয়ে যথেষ্ট ধন্দে রয়েছে বনদপ্তরও।

বালিতে বিজ্ঞান মঞ্চের প্রতিনিধিরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: বালিতে কিভাবে ক্রমশ গঙ্গা ও তার পাড় দখল হয়ে যাচ্ছে তা গঙ্গাবক্ষে নৌকা করে ঘুরে দেখলেন বিজ্ঞান মঞ্চের প্রতিনিধিরা। গতকাল শনিবার তাঁরা তিনটি নৌকা করে বেলুড় ও বালির বিভিন্ন ঘাট পরিদর্শন করেন। সেইসঙ্গে কিভাবে গঙ্গা ও তার পাড় দখল হয়ে যায় তা সরোজমিনে ঘুরে দেখেন তাঁরা। তাঁরা দ্রুত প্রশাসনের কাছে জমা দিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আবেদন জানাবেন বলে জানা গেছে। এদিন বিজ্ঞান মঞ্চের প্রতিনিধিরা বালি থানায় একটি স্মারকলিপিও পেশ করেন।

উত্তরকন্যায় সংখ্যালঘু আধিকারিক নিয়োগের দাবি ইমাম সংগঠনের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● দার্জিলিং

আপনজন: 'অল বেঙ্গল ইমাম-মুয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড চ্যারিটেবল ট্রাস্টে'র দার্জিলিং জেলা কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত হলো সংখ্যালঘু প্রকল্প উন্নয়ন ও ওয়াকফ সচেতনতামূলক সভা । সভায় ইমাম-মুয়াজ্জিন ভাতার সমস্যা, সংখ্যালঘু লোন, ঐকশ্রী স্কলারশিপ নিয়ে আলোচনা হয় । পাশাপাশি দার্জিলিং জেলার সংখ্যালঘু দফতর পাহাড়ে হওয়ার কারণে সমতলের মানুষদের যেতে সমস্যা হয়, অন্যদিকে উত্তরবঙ্গের সংখ্যালঘু মানুষদের কলকাতা গিয়ে হজ সহ সংশ্লিষ্ট কাজকর্ম সম্পন্ন করতে হয়, এই পরিপ্রেক্ষিতে সংগঠনের পক্ষ থেকে উত্তরবঙ্গের মিনি নবান্ন উত্তরকন্যায় একজন সংখ্যালঘু আধিকারিক নিয়োগ করার দাবিও জানানো হয়। এবিষয়ে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী ও সংখ্যালঘু কমিশনের রাজ্য চেয়ারম্যানের দৃষ্টি আকর্ষন করে দাবিপত্র দেওয়া হয়েছে বলে জানান সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক মাওলানা নিজামুদ্দিন বিশ্বাস। এ দিনের সভায় সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক মাওলানা নিজামুদ্দিন বিশ্বাস ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং জেলা সম্পাদক মাওলানা শাহুদ আলম, জলপাইগুড়ির জেলা সভাপতি মাওলানা উজলুদ্দিন আহমেদ, আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি মাওলানা আজিমুল হক, সংখ্যালঘু সেলের আখতার আলী প্রমুখ ।

মানবধিকার সংগঠনের নয়া রাজ্য কনভেনার হলেন ড. সহিদুল হক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: ভারত সরকার স্বীকৃত 'হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া'র পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য কনভেনারের দায়িত্ব পেলেন ড. সহিদুল হক মন্ডল। মানবাধিকার সংক্রান্ত সামাজিক কর্মকান্ডের পরিপ্রেক্ষিতে বিশিষ্ট সমাজসেবী শহিদুল কে ওই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে সংগঠনের দেওয়া শংসাপত্রে জানানো হয়েছে। জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই সমাজসেবার স্বীকৃতি হিসেবে সাম্মানিক ডক্টরেট উপাধি থেকে শুরু করে, বাংলার গৌরব, বঙ্গ রত্ন, রাষ্ট্র গৌরব সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন বিশিষ্ট সমাজসেবী সহিদুল হক মন্ডল। এবার মানবাধিকার সংগঠনের নয়া দায়িত্ব পেলেন। দায়িত্ব পেয়ে ড. সহিদুল হক মন্ডল অবহেলিত নিপীড়িত বঞ্চিত মানুষের ন্যায্য অধিকার, ইনসাফ পাইয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখবেন বলে 'আপনজন'কে জানান। তিনি আরও বলেন, 'যারা সামাজিক কিংবা রাজনৈতিক কারনে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন, আমরা তাদের পাশে দাঁড়াবো।' উল্লেখ্য, সামাজিক এবং পরিবেশ সুরক্ষার ক্ষেত্রে গত বছরে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সহায়তায় দেশব্যাপী এক কোটি গাছ বসানো সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন ড. সহিদুল, এছাড়াও বিভিন্ন বিদ্যালয়ে মেয়েদের সেনেটারী ন্যাপকিন বিতরণ, পরিশ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ থেকে শুরু করে পরিবেশ স্বাস্থ্য এবং শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে সেবামূলক কর্মসূচির সঙ্গে সহিদুল হক মন্ডল দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

রমজানে পুজোর মতো ঈদগাহ কমিটিকে সরকারি অনুদানের দাবি অধীরের

আসিফ রনি ● নবগ্রাম

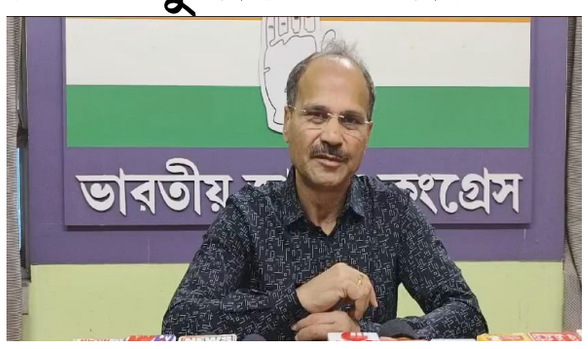

আপনজন: এবার পুজো কমিটির মতো রমজানে মুসলিমদের ঈদগাহ কমিটিগুলোকেও ঈদের আগে সরকারি অর্থ অনুদানের দাবি তুললেন অধীর চৌধুরী। সেই সঙ্গে রমজান মাসে ইমাম মুয়াজ্জিনদের জন্য বোনাসেরও দাবি তোলেন তিনি। অধীর চৌধুরীর এমন দাবিকে ইতিবাচক হিসাবেই দেখছেন বিশিষ্ট মহল। এ দাবি কার্যকর হলে উপকৃত হবেন সংখ্যালঘু মুসলিম সমাজের মানুষজন।

এক সাংবাদিক বৈঠক থেকে রমজান মাসের জন্য সরকারের কাছে একাধিক দাবি তুলে বহরমপুরের প্রাক্তন সাংসদ অধীর চৌধুরী। সবজি ও ফলের দাম নিয়ন্ত্রণ , ২৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ ও পানীয় জলের ব্যবস্থা, সরকারি কর্মচারীদের জন্য এক থেকে দেড় ঘণ্টা আগে ছুটি সহ বেশ কিছু দাবি তোলেন তিনি । তার মধ্যে অন্যতম পুজো কমিটির মতো ঈদগাহ কমিটিদের সরকারি অনুদানের দাবি তুলেন তিনি। সেই সঙ্গে মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জেনদের জন্য রমজান মাসে বোনাসের দাবির কথা জানান অধীর চৌধুরী। বহরমপুরের প্রাক্তন সাংসদের দাবি ঈদের মাঠকে আলোকসজ্জায় সাজাতে ও অন্যান্য কাজের জন্য সরকার অর্থ অনুদান দিক যেমন ভাবে পুজোতে দেওয়া হয়। এতে করে সংখ্যালঘু সমাজের মানুষের মনে হবে না সরকার শুধু পুজোতেই অর্থ দেয়। অন্যদিকে ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের প্রসঙ্গে অধীর বাবুর দাবি রমজান মাসে ইমাম এবং মুয়াজ্জিনদের বিশেষ দায়িত্ব পালন করতে হয়। তাই সরকারি কর্মচারীদের উৎসবের সময় যেমন বোনাস দেওয়া হয় ঠিক একইভাবে মসজিদে মসজিদে ইমাম এবং মুয়াজ্জিনদের বোনাসের ব্যবস্থা করা হোক।

পবিত্র রমজান মাসে এক মাস মুসলিমরা উপবাস থাকেন। প্রায় ১২ ঘন্টা খাবার ও পানাহার থেকে বিরত থাকেন। রমজান মাস সমাজে এক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করে থাকে। গরিবদের ক্ষুধার যন্ত্রণা কেমন তা অনুভব করতে পারেন সর্বস্তরের মানুষের। এমনকি রমজান মাসে দান ধানও বেশি পরিমাণে করে থাকে মানুষজন। সর্বদিক দিয়ে রমজান মাস সমাজের জন্য বয়ে নিয়ে আসে কল্যাণ ও এক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা।

আলিয়া সংস্কৃতি সংসদের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও 'উজ্জীবন-২০২৫' পত্রিকা প্রকাশ

সেখ নুরুদ্দিন ● কলকাতা

আপনজন: রবিবার আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্কসার্কাস ক্যাম্পাসে মহা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হলো আলিয়া সংস্কৃতি সংসদের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান শুরু হয় বেলা ১১.৩০ নাগাদ। প্রথম পর্বে ছিল আলিয়া সংস্কৃতি সংসদের স্বাগত ভাষণ। দ্বিতীয় পর্বে ছিল সম্মাননা জ্ঞাপন। এই পর্বের অনুষ্ঠানে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয় প্রগতির সম্পাদক মহম্মদ আলি, শিক্ষাব্রতী ও সমাজ কর্মী সনৎ কর, এবং বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মইনুল হাসানকে। এরপর দুপুরে মধ্যাহ্নভোজের বিরতির পর তৃতীয় পর্বে বই প্রকাশ অনুষ্ঠান শুরু হয় ২.৫৫ নাগাদ। প্রকাশিত হয় আমজাদ হোসেন সম্পাদিত 'লুৎফর রচনা সমগ্র', মুহাম্মদ মতিউল্লাহ সম্পাদিত কবিরুল ইসলামের নির্বাচিত কবিতা, অশোক পাল রচিত জীবনী মালা 'আজহারউদ্দীন খান', আবু রাইহান সম্পাদিত আব্দুস শুকুর খান ও অন্যান্য বহু গ্রন্থ ও পত্র -পত্রিকা। এই বার্ষিক সাংস্কৃতিক অধিবেশনের অন্যতম কর্মসূচি ছিল 'উজ্জীবন ২০২৫' (জানুয়ারি-মার্চ) সংখ্যা প্রকাশ।

চতুর্থ পর্বের অনুষ্ঠানে পুরস্কার প্রদান করা হয় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কৃতিত্বের জন্য অনেক গুণীজনকে। শহীদুল্লাহ পুরস্কারে ভূষিত করা হয় লোক সংস্কৃতির গবেষক মুহাম্মদ আয়ুব হোসেনকে (পুরস্কার গ্রহণ করেন তাঁর ধর্মকন্যা রোজিনা পারভীন), রোকেয়া পুরস্কারে সম্মানিত করা হয় বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব জয়পুরিয়া কলেজের অধ্যাপিকা প্রতিভা সরকারকে। এছাড়াও মশাররফ পুরস্কারে সম্মানিত করা হয় এই সময়ের বিশিষ্ট সাহিত্যিক রক্তিম ইসলামকে। আলাপচারিতায় আর সুধীজনের কথায় কল মুখরিত হয়ে উঠেছিল আলিয়া প্রাঙ্গণ। এদিন আলিয়া সংস্কৃতি সংসদের প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরেন মীর রেজাউল করিম। প্রতিভা সরকার বেগম রোকেয়া সাখাওয়াতের জীবন নিয়ে আলোকপাত করেন। সেই সঙ্গে যেসব মুসলিম বিদূষী রমণী গোটা দেশজুড়ে উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন তাদের কথাও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আমরা অনেকেই জানি না দেশের প্রথম মহিলা শিক্ষক ফাতিমা সেখ ও সাবিত্রীবাঈ ফুলের কথা। এছাড়া অনুষ্ঠান মঞ্চে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মীরাতুন নাহার, পুবের কলম পত্রিকার সম্পাদক আহমদ হাসান ইমরান, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. কাজী সুফিউর রহমান, প্রবীণ কবি একরাম আলি, নতুন গতির সম্পাদক এমদাদুল হক নূর, দৈনিক আপনজন-এর সম্পাদক জাইদুল হক, মেঘ মুখোপাধ্যায়, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা নীলাঞ্জনা সান্যাল, অধ্যাপক আফসার আলি, তথ্যচিত্র পরিচালক মুজিবর রহমান, সাংবাদিক কাজী গোলাম গউস সিদ্দিকী, হাফিজুর রহমান, একরামুল এইচ সেখ প্রমুখ। এছাড়াও অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে পরিবেশিত হয়েছিল হামদ- নাতে রসুল, সংগীত, কবিতা ও গল্প পাঠ। সাহিত্য ঝংকারে জমজমাট হয়ে উঠেছিল অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণ। এই অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল তথ্য চিত্র প্রদর্শনী। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারু ভাবে পরিচালনা করেন আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ড. সাইফুল্লাহ। আলিয়া সংস্কৃতির বার্ষিক অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেছিলেন বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের সাহিত্য ও সাংস্কৃতি মনস্ক বহু মানুষ। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বিশিষ্ট লেখক সোনা বন্দ্যোপাধ্যায়, হেদায়েতুল্লাহ, ড. মানাজাত আলি, কাজী তাজুদ্দিন, ইকবাল দরগাই, খায়রুল আনম প্রমুখ। সব মিলিয়ে রবিবার চাঁদের হাট হয়ে উঠেছিল আলিয়া সংস্কৃতি সংসদ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

আল কুরআন নিয়ে কর্মসূচি সুকটাবাড়িতে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কোচবিহার

আপনজন: 'আল-কুরআনের আলোয় আলোকিত হোক জীবন' এই শিরোনামকে সামনে রেখে কোচবিহারের সুকটাবাড়ি অঞ্চলে শিমুলতলা নতুন মসজিদে আলোচনা সভা এবং কোরআনের বঙ্গানুবাদ বিতরণ কর্মসূচি সম্পন্ন হয়। এই আয়োজনের সহায়তায় ছিল দ্য কোরআন স্টাডি সার্কেল কোচবিহার এবং সার্বিক আয়োজনের দায়িত্ব পালন করে শিমুলতলা নতুন মসজিদ কমিটি ও সুকটাবাড়ির দ্বীনি যুবক বৃন্দ। হাফেজ আবদুল মাজিদের পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও মোস্তাকিন আলমের সহীহ্ হাদীস পাঠের মাধ্যমে প্রোগ্রামের শুভারম্ভ হয়। আয়োজনে বিভিন্ন বক্তা মূল্যবান বক্তব্য তুলে ধরেন। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন, কাওসার আলম ব্যাপারী,মুফতি আমীন ইসলাম, আইনজীবী মনিরুজ্জামান ব্যাপারী, বাপ্পী হক সহ আরো অনেকে।

পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু, বাড়িতে কাজল

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বীরভূম জেলায় নানুর থানার অন্তর্গত। নানুর বিধানসভার নকড্ডা অঞ্চলের শেরপুর গ্রামের পরিযায়ী শ্রমিক রিন্টু সেখ (২৪) চেন্নাই তে কর্মরত অবস্থায় শুক্রবার মধ্যরাতে আকস্মিক মৃত্যু হয়। পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদক্ষেপ পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে মৃতের শেষ কাজ সম্পন্ন করা সহ পরিবারের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিলেন কাজল শেখ। আজ পরিবারের পাশে গ্রামের প্রধান ও উপপ্রধানসহ স্থানীয়দের নিয়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে অসহায় পরিবারটির পাশে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সবরকম ভাবে সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হয়।

বর্ধমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নত ভবিষ্যৎ গঠনে বিশেষ সেমিনার

এম এস ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: শিক্ষায় একটা জাতীয় ও সমাজ ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এই শিক্ষা ক্ষেত্রে দেখা গেছে নানা প্রতিকূলতা প্রতিবন্ধক। উন্নত আধুনিক মানবিক ও মূল্যবোধের শিক্ষা মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছে । স্কুলগুলোতে নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। এই অবস্থায় মাইনোরিটি ফেডারেশন পূর্ব বর্ধমান শাখার পক্ষ থেকে পূর্ব বর্ধমানের ঐতিহাসিক সংস্কৃত লোক মঞ্চের এনেক্স হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের নিয়ে একটি বিশেষ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সেমিনারে ৬০ টিরও বেশি সরকারি স্কুল ও মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষকরা অংশগ্রহণ করেন। আধুনিক শিক্ষার প্রসার, মানবিক মূল্যবোধ এবং সুস্বাস্থ্যকর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা হয়। সেমিনারে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারত সরকারের শিক্ষা বিষয়ক মেন্টর, এনসিটিই জাতীয় শিক্ষক এবং দুর্গাপুর নেপালীপাড়া হিন্দি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ডক্টর কলিমুল হক।

তিনি বলেন, "প্রধান শিক্ষকদের প্রথমে নিজেকে সংশোধন করতে হবে। সঠিক চিন্তাভাবনা ও পরিকল্পনার মাধ্যমে একটি টিম হিসেবে কাজ করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সফলভাবে পরিচালনা করা সম্ভব।" তিনি অভিভাবক, পরিচালন সমিতি এবং স্থানীয় জনগণের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নেওয়ার উপর জোর দেন।

সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডক্টর সমীর মন্ডল (আইআইটি, পুণের ডিরেক্টর) এবং বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডক্টর ইউনুস। ডক্টর কলিমুল হকের ভিডিওগ্রাফি প্রদর্শনীর মাধ্যমে স্কুল পরিচালনার চ্যালেঞ্জ ও সাফল্যের কৌশলগুলি উপস্থিত শিক্ষকদের সামনে তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানটি সফলভাবে পরিচালনা করেন রাজ্য মাদ্রাসা শিক্ষক শিক্ষা কর্মী সমিতির রাজ্য সম্পাদক আলী হোসেন মিদ্দা। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি শেখ আলহাজ উদ্দিন। প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন সংগঠনের ট্রেজারার ও জেলা পরিষদ সদস্য আজিজুল হক। শিক্ষারত্ন পুরস্কারপ্রাপ্ত নিশ্চিন্তপুর হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক উজির আলী, বর্ধমান হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক নওশাদ, ওরগ্রাম চতুষ্পল্লী হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক শেখ আলিম এবং শিক্ষা রত্ন পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শেখ ফিরোজ, বিশিষ্ট সমাজসেবী সাংবাদিক শেখ মনোয়ার, সাংবাদিক আজিজুর রহমান সহ বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত প্রধান শিক্ষকরা এই সেমিনারে অংশ নেন। সমাপনী ভাষণে সভাপতি শেখ আলহাজ উদ্দিন আগামী দিনে ২০০০ শিক্ষক নিয়ে একটি বৃহৎ কর্মশালা আয়োজনের পরিকল্পনার কথা জানান। পাশাপাশি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্যবিষয়ক সেমিনার আয়োজনের প্রয়োজনে সম্পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন। এই সেমিনার শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও উদ্দীপনার সঞ্চার করবে বলে সকলেই আশাবাদী।

তৃণমূল কর্মী খুনে ধৃতের জেল হেফাজত হল

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জেলার বুকে গোষ্ঠী কোন্দল মানতে নারাজ। এজন্য বারবার জেলা নেতাদের কাছে বার্তা পৌঁছলেও যেন কোন মতেই থামছে না গোষ্ঠী কোন্দল। যদিও স্থানীয় নেতৃত্বের বক্তব্য এলাকায় গোষ্ঠী কোন্দল নেই। কিন্তু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বাদী বিবাদি তথা পুলিশের খাতায় অভিযুক্ত হিসেবে তৃণমূল নেতা কর্মীদের নাম থাকায় গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের চিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বলে এলাকাবাসীদের অভিমত। জানা যায় গত শুক্রবার সন্ধ্যার দিকে লোহার রড, পাথর সহ ভারী বস্তু দিয়ে থেতলে খুন করা হয় সেখ নিয়ামুল নামক এক তৃণমূল কর্মীকে। ঘটনাটি খয়রাসোল ব্লকের কাঁকরতলা থানার বড়রা গ্রামে। সেই প্রেক্ষিতে নিহতের দাদা সেখ এনামুল স্থানীয় কাঁকরতলা থানায় ২৭ জনের নামে খুনের অভিযোগ দায়ের করেন। যার মধ্যে একদা খয়রাসোল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি, অঞ্চল সভাপতি সহ অন্যান্য দলীয় কর্মীদের ও নাম রয়েছে বলে সূত্রের খবর। অভিযুক্তদের খোঁজে বাড়ি বাড়ি তল্লাশি অভিযান চালাতে গিয়ে বড়রা গ্রামের ফাঁকা ডাঙায় তিনটি বোমা উদ্ধার হয়। সিআইডি বোম্ব ডিসপোজাল টিমকে খবর দেওয়া হয় এবং তাদের দিয়েও বাড়ি বাড়ি অভিযান চালানো হয়।

শনিবার বিকেলে উদ্ধারকৃত বোমাগুলো নিষ্ক্রিয় করণ করা হয়। এদিকে রাতভর বিভিন্ন এলাকায় অভিযুক্তদের খোঁজে অভিযান চালিয়ে কেঁথী গ্রামের সেখ আকবর নামে এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। রবিবার ধৃতকে দুবরাজপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন বলে সরকারি আইনজীবী রাজেন্দ্র প্রসাদ দে জানান।

দলের বিশ্বাসঘাতকদের প্রকাশ্যে হুঁশিয়ারি তৃণমূল সাংসদ অরূপের

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: ফের দলের বেইমান ও বিশ্বাসঘাতকদের প্রতি প্রকাশ্যে একঘরে করার হুঁশিয়ারি দিয়ে বিতর্কে জড়ালেন বাঁকুড়ার তৃণমূল সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী। গতকাল বিকালে বাঁকুড়ার বিকনা হাইস্কুল মাঠে মহিলা তৃণমূলের একটি সভায় হাজির হয়ে দলের কর্মীদের প্রতি সাংসদ বলেন, " অনেক বেইমান বিশ্বাসঘাতক আছে। যারা তৃণমূলের ছাতার তলায় থেকে ভোটের আগে বিশ্বাসঘাতকতা করে। ভোটের আগে যারা জোড়াফুলের বিরুদ্ধে গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর করেন তাঁদের গ্রামে একঘরে করে দেবেন"। দলের একাংশের প্রতি সাংসদের এমন নিদান নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি।

বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে নিজেদের ঘর গোছাতে শুরু করেছে শাসক তৃণমূল সহ সমস্ত রাজনৈতিক দল। ২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির পাশাপাশি দলের গোষ্ঠীকোন্দল যে তৃণমূলের অন্যতম মাথাব্যথার কারন হয়ে উঠছে তা আড়ালে আবডালে স্বীকার করে নিচ্ছেন তৃণমূলের অনেক নেতাই। এই পরিস্থিতিতে ভোটের অনেক আগে থেকেই জেলায় জেলায় দলের গোষ্ঠীকোন্দল মেটাতে উঠেপড়ে লেগেছে নেতৃত্ব। ভোটে অন্তর্ঘাত এড়াতে এখন থেকেই শুরু হয়েছে নেতা কর্মীদের মধ্যে ঝাড়াই বাছাই প্রক্রিয়া। এবার প্রকাশ্যে সেই সুরই শোনা গেল বাঁকুড়ার তৃণমূল সাংসদ তথা তৃণমূলের বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুপ চক্রবর্তীর গলায়। গতকাল বাঁকুড়ার বিকনায় মহিলা তৃণমূলের একটি সভায় বক্তব্য রাখতে উঠে দলের নেতা কর্মীদের একাংশকে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, " অনেক বেইমান, বিস্বাসঘাতক আছে। যারা তৃণমূলের ছাতার তলায় থেকে ভোটের সময় দলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার চেষ্টা করতে পারে"। এরপরই দলের কর্মীদের প্রতি সাংসদের নিদান, "ভোটের আগে যারা জোড়া ফুলের বিরুদ্ধে গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর করতে যাবে তাদের গ্রামে একঘরে করে দেবেন"। মঞ্চে নিজের এই বক্তব্যের সমর্থনে পরে অরূপ চক্রবর্তী বলেন, "দল করতে হলে একটা দলই করতে হবে। সারা বছর তৃণমূল করব আর ভোটের সময় টিকিট না পেলে অন্য দলে চলে যাবো এমন কর্মীদের আমাদের দরকার নেই। যারা এমন বেইমানি করে তাদের সতর্ক করে দেওয়া হল। তাদের চিহ্নিত করার কাজও শুরু হয়েছে"। এদিকে সাংসদের একঘরে করার নিদান নিয়ে তৃণমূলকে একহাত নিয়েছে বিজেপি। কেন্দ্রের প্রাক্তন মন্ত্রী সুভাষ সরকার বলেন, টাকা পয়সার ভাগাভাগি নিয়ে তৃণমূলের অন্দরের কোন্দল এমন জায়গায় পৌঁচেছে যে কর্মীদের মধ্যে ন্যুনতম বিশ্বাসযোগ্যতাটুকুও নেই। একইসঙ্গে সাংসদের মুখে একঘরে করার নিদানকেও কটাক্ষ করেছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

ছবি: চিরঞ্জিত বিশ্বাস

প্রথম নজর

১৮ বছর পর তুরস্কের কার্পেটে সাজানো হচ্ছে সিরিয়ার উমাইয়া মসজিদ

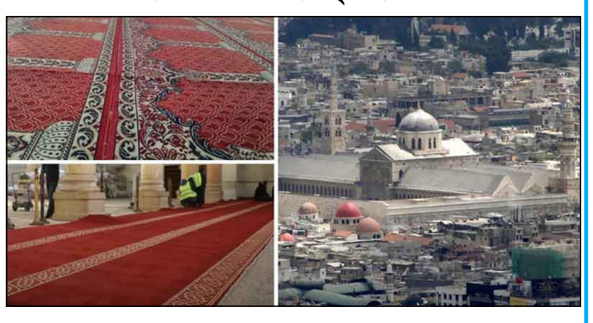

আপনজন ডেস্ক: সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কের ঐতিহাসিক উমাইয়া মসজিদে নতুন কার্পেট বিছানো হয়েছে। তুরস্কের গাজিয়ানতেপের দক্ষ কারিগররা অত্যন্ত যত্নসহকারে এই কার্পেটগুলো তৈরি করেছেন, যাতে মসজিদের মূল স্থাপত্য ও পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় থাকে। গত ৮ ডিসেম্বর রক্তপিপাসু বাসার আল আসাদের পতনের পর মসজিদের সংস্কার ও পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয়। এই সংস্কারের অংশ হিসেবে গাজিয়ানতেপের কারিগররা ঐতিহ্যবাহী মোটিফ ও প্রাকৃতিক রঙের সংমিশ্রণে নতুন কার্পেট তৈরি করেন, যা পরবর্তীতে দামেস্কে পাঠানো হয়। উমাইয়া মসজিদের ৪৩ বছরের অভিজ্ঞ মুয়াজ্জিন মুহাম্মাদ বিলুন মসজিদের সংস্কার ও কার্পেট পরিবর্তন সম্পর্কে বলেন, “২০০৬ সালে সর্বশেষ কার্পেট পরিবর্তন করা হয়েছিল, যা দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এবার শুধু মসজিদের সংস্কারই হয়নি, বরং নতুন কার্পেটও বিছানো হয়েছে। এটি ১৮ বছর পর প্রথমবার কার্পেট পরিবর্তন।” তিনি আরও বলেন, “এই কার্পেটগুলোর রঙ সুন্দর, নকশা দৃষ্টিনন্দন এবং ব্যবহারে আরামদায়ক। আল্লাহ যাদের শ্রম এতে যুক্ত আছে, তাদের উত্তম প্রতিদান দিন।” মসজিদে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে পরিচ্ছন্নতা কাজে নিয়োজিত ৩১ বছর বয়সী আবিলা ফাত্তা এই পরিবর্তন সম্পর্কে বলেন, “আমি এই প্রথম মসজিদে কার্পেট পরিবর্তনের সাক্ষী হলাম। আগের শাসক মসজিদের প্রতি উদাসীন ছিল এবং সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করত না। এবারের রমজান অতীতের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন হবে।” দামেস্কের স্থানীয় বাসিন্দা মুহাম্মাদ আল-বাকাই বলেন, “উমাইয়া মসজিদ দামেস্কের ঐতিহ্য ও সভ্যতার প্রতীক। সংস্কার কাজ শেষ হওয়ার পর এবারের রমজান আরও আনন্দঘনভাবে পালিত হবে।” উমাইয়া মসজিদ ৭১৫ সালে উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদ কর্তৃক নির্মিত হয় এবং এটি ইসলামী বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ মসজিদ। এই মসজিদ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে এবং ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে সংস্কারের মধ্য দিয়ে গেছে।

রমজানে মসজিদের ভেতরে লাইভ ভিডিও ও ছবি তোলা নিষিদ্ধ করেছে সৌদি

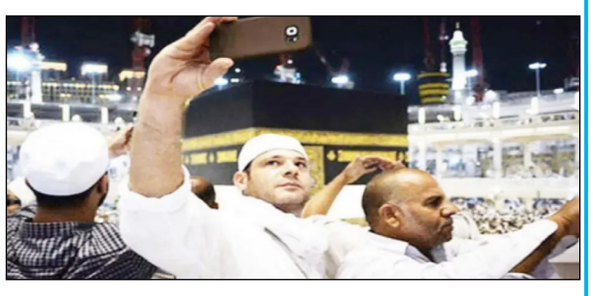

আপনজন ডেস্ক: পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে একটি নতুন নির্দেশনা জারি করেছে সৌদি আরবের ইসলামিক অ্যাফেয়ার্স দাওয়াহ ও গাইডেন্স মন্ত্রণালয়। এক প্রতিবেদনে সংবাদমাধ্যম গালফ নিউজ এ তথ্য জানায়। নতুন নির্দেশনা অনুযায়ী, রমজান মাসে মসজিদে নামাজের সময় এবং তারাবি চলাকালে ইমাম ও মুসল্লিদের ভিডিও ধারণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, শুধু ভিডিও নয়, নামাজের সময় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সরাসরি (লাইভ) প্রচারও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রমজান মাসে ইবাদতের উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা, মুসল্লিদের নিরাপত্তা রক্ষা করা এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করাই এ নির্দেশনার মূল উদ্দেশ্য। গ্র্যান্ড মসজিদ ও মসজিদে নববীর ধর্মবিষয়ক প্রধান শেখ ড. আবদুর রহমান আল সুদাইস বলেছেন, মুসল্লিদের সুবিধার্থে রমজান মাসে মসজিদের কার্যক্রম আরও আধুনিক ও ডিজিটালাইজড করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

আমেরিকায় কৃষ্ণাঙ্গদের শিক্ষাবৃত্তি স্থগিত

আপনজন ডেস্ক: কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য প্রতিষ্ঠিত কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় কার্যক্রমে চালু করা একটি শিক্ষাবৃত্তি স্থগিত করেছে মার্কিন প্রশাসন। সুবিধাবঞ্চিত ও গ্রামীণ এলাকার শিক্ষার্থীদের বিশেষ করে কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য এই হিস্টোরিক্যালি ব্ল্যাক কলেজেস অ্যান্ড ইউনিভার্সিটিজ (এইচবিসিইউএস) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আজ রবিবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি)। প্রতিবেদনে জানা যায়, ১৮৯০ স্কলারস প্রোগ্রাম নামে একটি শিক্ষাবৃত্তি স্থগিত করেছে মার্কিন কৃষি বিভাগ (ইউএসডিএ)। এই শিক্ষাবৃত্তি নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ টিউশন ফি ও অন্যান্য খরচ বহন করত। এই কর্মসূচির আওতায় কৃষি, খাদ্য বা প্রাকৃতিক সম্পদ বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরা ১৮৯০ ল্যান্ড-গ্রান্ট ইনস্টিটিউশন নামে পরিচিত ১৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটিতে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেত। কৃষি বিভাগ তাদের ওয়েবসাইটে এক ঘোষণায় বলেছে, ‘১৮৯০ স্কলারস প্রোগ্রাম পর্যালোচনার জন্য স্থগিত করা হয়েছে।’ এই স্থগিতাদেশের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে রয়েছে–আলাবামা এঅ্যান্ডএম, ফ্লোরিডা এঅ্যান্ডএম, নর্থ ক্যারোলাইনা এঅ্যান্ডটি ও আলাবামার টাসকেগি ইউনিভার্সিটিসহ আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান। ঠিক কবে এই কর্মসূচি স্থগিত করা হয়েছে তা স্পষ্ট জানা যায়নি। তবে গত বৃহস্পতিবার কিছু কংগ্রেস সদস্য এই স্থগিতাদেশের সমালোচনা করে প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেন। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প-এর প্রশাসনের চালু করা তহবিল স্থগিতাদেশের সঙ্গে এই স্থগিতাদেশের সামঞ্জস্য রয়েছে। প্রশাসনের কর্মকর্তারা বলেছেন, এই বিরতি প্রয়োজনীয় ছিল। এখন খতিয়ে দেখা হবে, এই শিক্ষাবৃত্তিতে যে ব্যয় হচ্ছে, সেগুলো জলবায়ু পরিবর্তন, বৈচিত্র্য, সমতা ও অন্তর্ভুক্তি (ডিইআই) সংক্রান্ত নীতিমালাসহ ট্রাম্পের ঘোষিত আরও নির্বাহী আদেশগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না। গতকাল শনিবার কৃষি বিভাগের একজন মুখপাত্র এপিকে এক ইমেইলে জানান, ‘ম্যাট্রিকুলেশন তারিখ যাই হোক না কেন, ৩ শর বেশি শিক্ষার্থীকে তাদের পড়াশোনা সম্পন্ন করতে এবং কৃষি বিভাগে তাদের কাজ শেষ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।’ তিনি আরও বলেন, সচিব ব্রুক রলিন্স এই বৃত্তির কর্মসূচি, লক্ষ্য এবং এর কার্যকারিতা পর্যালোচনা করবেন। দেখা হবে এই বৃত্তির মাধ্যমে করদাতাদের অর্থ সঠিক ও কার্যকরভাবে ব্যবহার করা হয় কি না। শিক্ষাবৃত্তি স্থগিতের এই আদেশ আদালতে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। ট্রাম্পের নির্বাহী আদেশের বিরুদ্ধে এরই মধ্যে অস্থায়ী স্থগিতাদেশ জারি করেছে আদালত। এই শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচির সূচনা ১৯৯২ সালে হলেও এর শিরোনামে থাকা ‘১৮৯০’ আসলে ১৮৯০ সালের সেকেন্ড মোরিল অ্যাক্ট-এর প্রতি ইঙ্গিত করে, যা এইচবিসিইউএস প্রতিষ্ঠার জন্য গৃহীত হয়েছিল। কৃষি বিভাগের ওয়েবসাইট অনুযায়ী, এই শিক্ষাবৃত্তির জন্য যোগ্যতার শর্তগুলোর মধ্যে রয়েছে–মার্কিন নাগরিক হতে হবে, ন্যূনতম ৩.০ জিপিএ থাকতে হবে এবং ১৮৯০ ল্যান্ড গ্রান্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোনো একটিতে ভর্তি হতে হবে। এ ছাড়া, আবেদনকারীদের অবশ্যই কৃষি বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষার্থী হতে হবে এবং নেতৃত্ব ও সমাজসেবার দক্ষতা প্রদর্শন করতে হবে।

আফগান মহিলাদের রেডিও স্টেশন ‘রেডিও বেগম’ ফের চালু হচ্ছে

আপনজন ডেস্ক: আফগানিস্তানে নারীদের স্বাধীন মতপ্রকাশ ও শিক্ষা ক্রমাগত সংকুচিত করে তুলছে তালেবান সরকার। এই পরিস্থিতির মধ্যেই বন্ধ হয়ে যাওয়া আফগান নারীদের পরিচালিত রেডিও স্টেশন ‘রেডিও বেগম’ আবার সম্প্রচারে ফিরতে চলেছে। তালেবান সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, কিছু শর্ত মেনে চলার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর স্টেশনটির কার্যক্রম পুনরায় চালুর অনুমতি দেওয়া হয়েছে। রোববার (২৩ ফেব্রুয়ারি) এক প্রতিবেদনে এ খবর দিয়েছে আরব নিউজ।

তালেবানের নিষেধাজ্ঞা ও পুনরায় সম্প্রচারের অনুমতি

২০২১ সালের আন্তর্জাতিক নারী দিবসে যাত্রা শুরু করা ‘রেডিও বেগম’ পাঁচ মাস পর তালেবানের ক্ষমতা দখলের পরও সম্প্রচার চালিয়ে যাচ্ছিল। তবে, ‘অনুমোদনহীনভাবে বিদেশি টেলিভিশন চ্যানেলে কন্টেন্ট সরবরাহ’ ও ‘লাইসেন্সের অপব্যবহার’ করার অভিযোগে এর সম্প্রচার বন্ধ করে দেয় তালেবান সরকার। গতকাল শনিবার রাতে তালেবান সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানায়, রেডিও বেগম কর্তৃপক্ষ সম্প্রচার পুনরায় শুরু করার জন্য একাধিকবার আবেদন করেছে। অবশেষে তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে, তাদের সম্প্রচার ‘সাংবাদিকতার নীতিমালা এবং ইসলামিক আমিরাতের বিধি অনুযায়ী পরিচালিত হবে এবং ভবিষ্যতে কোনো ধরনের লঙ্ঘন করা হবে না। এরপরই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। তবে, তালেবান সরকার ঠিক কী কী নীতি ও বিধির শর্ত আরোপ করেছে, সে বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানায়নি।

নারীদের শিক্ষা ও মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ

‘রেডিও বেগম’-এর সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান নারীদের দ্বারা প্রস্তুত করা হয়। এর একটি সহযোগী স্যাটেলাইট চ্যানেল, ‘বেগম টিভি’, ফ্রান্স থেকে পরিচালিত হয় এবং আফগানিস্তানের সপ্তম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যক্রম সম্প্রচার করে। তালেবান সরকার নারীদের ষষ্ঠ শ্রেণির পর শিক্ষা গ্রহণ নিষিদ্ধ করেছে, যার ফলে বেগম টিভি এমন এক প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠেছে যেখানে মেয়েরা গোপনে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায়। তালেবান শাসনামলে নারীদের শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও জনসমক্ষে উপস্থিতির ওপর একের পর এক বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। অনেক নারী সাংবাদিক চাকরি হারিয়েছেন, আর যারা এখনও কাজ করছেন, তাদের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রতিক্রিয়া ও আফগানিস্তানে গণমাধ্যমের সংকট তালেবানের শাসনামলে আফগানিস্তানে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা চরমভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। ২০২৪ সালে রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্সের প্রেস ফ্রিডম ইনডেক্সে আফগানিস্তান ১৮০টি দেশের মধ্যে ১৭৮তম অবস্থানে রয়েছে, যেখানে ২০২৩ সালে দেশটির অবস্থান ছিল ১৫২তম। প্রাথমিকভাবে তালেবান সরকার রেডিও বেগমের সঙ্গে কাজ করা বিদেশি টেলিভিশন চ্যানেলের নাম প্রকাশ করেনি। তবে, সাম্প্রতিক বিবৃতিতে তারা উল্লেখ করেছে যে, স্টেশনটি ‘বিদেশি নিষিদ্ধ মিডিয়ার’ সঙ্গে যুক্ত ছিল। নারীদের কণ্ঠরোধের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলেও, রেডিও বেগমের সম্প্রচার পুনরায় শুরু হওয়া আফগান নারীদের জন্য ক্ষুদ্র হলেও গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি বলে বিবেচিত হচ্ছে।

শহিদদের আত্মত্যাগ বৃথা যেতে দেব না: হিজবুল্লাহ নেতা

আপনজন ডেস্ক: ‘হিজবুল্লাহ নাসরুল্লাহর পথেই চলবে’ বলে ঘোষণা দিয়েছেন লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠীটির মহাসচিব শেখ নাইম কাসেম। সেই সঙ্গে ‘প্রতিরোধ আন্দোলনের শহিদদের আত্মত্যাগ বৃথা যেতে দেব না’ বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

রোববার রাজধানী বৈরুতে হাসান নাসরুল্লাহ ও সৈয়দ হাশেম সাফিউদ্দিনের দাফন উপলক্ষে বিশাল সমাবেশে দেওয়া ভাষণে তিনি এ প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেন।

নাইম কাসেম বলেন, ‘আমাদের প্রিয় নেতা সৈয়দ নাসরুল্লাহ জাতিকে প্রতিরোধের দিকে নিয়ে গেছেন এবং প্রতিরোধ আন্দোলনকে জাতির কাছে নিয়ে গেছেন’। তিনি আরও বলেন, ‘আমরা তার আদর্শ মেনে চলব এবং আমরা এই পথ ছাড়ব না। এমনকি যদি আমাদের সবাইকে হত্যা করা হয়, এমনকি যদি আমাদের ঘরবাড়ি আমাদের মাথার ওপর ধ্বংস হয়ে পড়ে তবুও’।

হিজবুল্লাহ মহাসচিব বলেন, ‘নাসরুল্লাহ ফিলিস্তিনি সংগ্রামকে পুনরুজ্জীবিত করতে অসামান্য ভূমিকা রেখেছেন, আমরা এই অঙ্গীকার রক্ষা করব এবং এই পথেই চলব’।

তিনি এ সময় ইসরাইলি কারাগারে আটক থাকা লেবাননের সেইসব বন্দিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান এবং বলেন, ‘আমরা তোমাদের ছেড়ে যাব না। তোমাদের মুক্ত করতে প্রয়োজনীয় সব চাপ প্রয়োগ করব’। সেই সঙ্গে, গাজাকে সমর্থন করা হিজবুল্লাহর আদর্শের অংশ এবং ফিলিস্তিনের মুক্তির লড়াইকে সমর্থন অব্যাহত রাখবেন বলেও উল্লেখ করেন নাইম কাসেম।

ইসরাইলি আগ্রাসনের নিন্দা

শেখ কাসেম এ সময় গাজায় ইসরাইলের সাম্প্রতিক আক্রমণের তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন, ‘আমাদের আত্মত্যাগের মাত্রা অভূতপূর্ব, যেমন গাজা ও পুরো অঞ্চলে ইসরাইলি অপরাধের মাত্রাও নজিরবিহীন’।

হিজবুল্লাহ গাজায় হামাসের বিরুদ্ধে ইসরাইলি সামরিক অভিযানের সমালোচনা করে আসছে এবং লেবানন-ইসরাইল সীমান্তে উত্তেজনা বৃদ্ধির জন্য ইসরাইলকেই দায়ী করে আসছে।

সাম্প্রতিক সময়ে হিজবুল্লাহর পক্ষ থেকে একাধিক সামরিক প্রতিক্রিয়াও দেখা গেছে, যা মধ্যপ্রাচ্যের নিরাপত্তা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলছে।

পাকশির ঐতিহাসিক ইসালে সওয়াব সমাপ্ত হল

নুরুল ইসলাম খান ● ঢাকা

আপনজন: শনিবার বাংলাদেশের পাকশির ঐতিহাসিক মাহফিল সমাপ্ত হয়েছে। আখেরি দোয়া করেন ফুরফুরার গদ্দিনশীন পীর শায়খুল হাদীস শায়খ মিশকাত সিদ্দিকী। দোয়া করেছেন সমগ্র বিশ্বের মানুষের কল্যাণ ও শান্তির জন্য। সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন অসংখ্য জেলা ও উপজেলার লক্ষ লক্ষ ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা।এই সভা বুধবার শুরু হয়েছিল। চারদিনের এই মাহফিল এবার ৭৩ বছরে পদার্পণ করেছিল। ফুরফুরার প্রতিষ্ঠিত পাকশির ঐতিহাসিক ইসলামী জলশায় ওয়াজ নসিহত করেন পীর আবদুল্লাহ সিদ্দিকী, পীরজাদা মুজাহিদ সিদ্দিকী, আয়াতুল্লাহ সিদ্দিকী, পীরজাদা সওবান সিদ্দিকী, পীরজাদা মাদানি সিদ্দিকী ও পীরজাদা মিফতাহুল সিদ্দিকী সহ অনেকেই।

উপমহাদেশের প্রখ্যাত এই মাহফিল কায়েম করেছিলেন পীর হযরত বড় হুজুর সাহেব। তারপর পীর আনসার সিদ্দিকী ও পীর আবু ইব্রাহিম সিদ্দিকী সহ বড় হুজুরের সমস্ত আওলাদগনেরা এই মাহফিল সমৃদ্ধ করেছেন। লক্ষাধিক শ্রোতারা এই চারদিন আল্লাহমুখী হয়ে পড়েছিলেন। মাহফিলে হাজির হয়েছিলেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত বক্তারা।এখানে বিনামূল্যে অনাথ শিশুদের জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলছে। উচ্চ ও আধুনিক শিক্ষার ব্যবস্থাও রয়েছে। এখানে বিভিন্ন জনমুখী সমাজসেবামূলক কাজ চলছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

সুদানে সমান্তরাল সরকার গঠনের ঘোষণা, বিভক্তির শঙ্কা তীব্র

আপনজন ডেস্ক: সুদানের আধাসামরিক বাহিনী র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএস) ও তাদের মিত্ররা সমান্তরাল সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একাধিক সূত্র রবিবার এএফপিকে এ তথ্য জানিয়েছে। তবে বিশ্লেষকদের মতে, এই পদক্ষেপ যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটিকে আরো বিভক্ত করে তুলতে পারে।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী ইউনাইটেড সিভিল ফোর্সেসের মুখপাত্র নাজম আল-দিন দারিসা এএফপিকে বলেছেন, ‘সনদে স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে।

গোপনীয়ভাবে কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবিতে স্বাক্ষরিত এই চুক্তি অনুসারে বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলোতে ‘শান্তি ও ঐক্যের সরকার’ প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে।

এই পদক্ষেপটি এমন এক সময় এলো, যখন দেশটির নিয়মিত সেনাবাহিনীর সঙ্গে দুই বছর ধরে চলমান এক বিধ্বংসী যুদ্ধে এক কোটি ২০ লাখেরও বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে এবং জাতিসংঘ এটিকে বিশ্বের সবচেয়ে ভয়াবহ ক্ষুধা ও স্থানচ্যুতি সংকট হিসেবে বর্ণনা করেছে।

বহুবার বিলম্বিত এই স্বাক্ষর অনুষ্ঠানটি কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবিতে গণমাধ্যমের আড়ালে অনুষ্ঠিত হয়েছে। যারা এই ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেছে, তাদের মধ্যে ছিল সুদানের পিপলস লিবারেশন মুভমেন্ট-নর্থের (এসপিএলএম-এন) একটি অংশ, যেটি আবদেল আজিজ আল-হিলুর নেতৃত্বে দক্ষিণ কোরদোফান ও ব্লু নীল রাজ্যের কিছু অংশ নিয়ন্ত্রণ করছে। পাশাপাশি আরএসএফ কমান্ডার মোহাম্মদ হামদান দাগলোর ভাই ও উপপ্রধান আবদেল রহিম দাগলোও এতে স্বাক্ষর করেছেন, যদিও মোহাম্মদ হামদান দাগলো নিজে অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত ছিলেন। ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে, এটি একটি ‘ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, বিকেন্দ্রীকৃত রাষ্ট্র গঠনের আহ্বান জানায়, যা স্বাধীনতা, সমতা ও ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে গড়ে উঠবে এবং কোনো সাংস্কৃতিক, জাতিগত, ধর্মীয় বা আঞ্চলিক পরিচয়ের প্রতি পক্ষপাত দেখাবে না।’

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৪০মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৪২ মি.

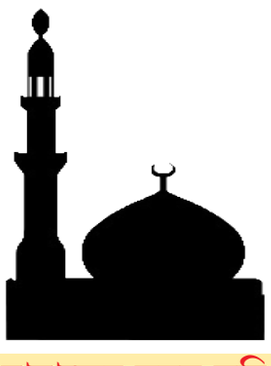

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৪০	৬.০১
যোহর	১১.৫৫	
আসর	৪.০০	
মাগরিব	৫.৪২	
এশা	৬.৫৩	
তাহাজ্জুদ	১১.১২	

বিবিসিকে তিন লাখ ৯৮ হাজার মার্কিন ডলার জরিমানা

BBC NEWS

আপনজন ডেস্ক: বৈদেশিক মুদ্রা সংক্রান্ত আইন লঙ্ঘনের দায়ে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসিকে জরিমানা করেছে ভারতীয় আর্থিক অপরাধ সংস্থা ইন্ডিয়াস এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টোরেট (ইডি)। ভারত সরকার জানিয়েছে, বিবিসিকে তিন লাখ ৯৭ হাজার ৯৮০ মার্কিন ডলার অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে। ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থাপনা আইনের আওতায় ২০২৩ সালের এপ্রিলে বিবিসির বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করে ইডি। এর দুমাস আগে সংবাদমাধ্যমের দিল্লি ও মুম্বাই কার্যালয়ে তল্লাশি চালিয়েছিল দেশটির কর কর্তৃপক্ষ।

ইডির বিধিমালা অনুযায়ী, ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থাপনা আইন অনুযায়ী সন্দেহভাজনের বিরুদ্ধে তদন্ত পরিচালনা ও জরিমানা করার অধিকার রয়েছে সংস্থাটির।

ভারত সরকার বলছে, বিবিসির বিদেশি মালিকানার পরিমাণ হ্রাসের জন্য তাদের ২০২৩ সালের শুরুর দিকে আইনি নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। তাদের ২৬ শতাংশ বৈদেশিক শেয়ারের অনুমোদন ছিল। এর ফলেই তাদের জরিমানা করা হয়েছে। সংস্থাটির কার্যক্রম তত্ত্বাবধানে ব্যর্থতার দায়ে বিবিসির তিন পরিচালকের প্রত্যেককে প্রায় এক লাখ ৩২ হাজার ৪৩০ মার্কিন ডলার জরিমানা করা হয়েছে।

ন্যাটো সদস্যপদের বিনিময়ে পদত্যাগে প্রস্তুত জেলেনস্কি

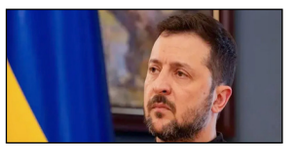

আপনজন ডেস্ক: ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি রবিবার ঘোষণা করেছেন, যদি তার দেশ ন্যাটোর সদস্যপদ লাভ করে এবং ইউক্রেন শান্তি নিশ্চিত হয়, তবে তিনি অবিলম্বে পদত্যাগ করতে প্রস্তুত। কিয়েভে এক সংবাদ সম্মেলনে জেলেনস্কি বলেন, যদি ইউক্রেনের জন্য শান্তি নিশ্চিত হয়, যদি আমার সরে দাঁড়ানো প্রয়োজন হয়, তবে আমি প্রস্তুত... আমি ন্যাটোর জন্য এটি করতে পারি। জেলেনস্কি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছ থেকে সুস্পষ্ট নিরাপত্তা নিশ্চয়তা আশা করছেন, যা ইউক্রেনকে রাশিয়ার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা গড়ে তুলতে সহায়তা করবে। তিনি বলেন, আমি ট্রাম্পের কাছ থেকে আমাদের পারস্পরিক বোঝাপড়ার আশা করি। ইউক্রেনের জন্য তার নিরাপত্তা নিশ্চয়তা আমাদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আগামীকাল সোমবার রাশিয়ার আগ্রাসনের তৃতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আন্তর্জাতিক নেতাদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন জেলেনস্কি। তিনি বলেন, আমাদের সামনে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক রয়েছে, একটি সম্মেলন। হয়তো এটি একটি মোড় ঘোরানোর মুহূর্ত হতে পারে, দেখা যাক। ১৩ জন নেতা সরাসরি উপস্থিত থাকবেন এবং ২৪ জন নেতা অনলাইনে যুক্ত থাকবেন। জেলেনস্কি জানান, ইউক্রেন ও যুক্তরাষ্ট্র একটি চুক্তির বিষয়ে অগ্রগতি করছে, যার আওতায় ওয়াশিংটন ইউক্রেনকে নিরাপত্তা সহায়তা দেবে এবং এর বিনিময়ে ইউক্রেনের প্রাকৃতিক সম্পদে যুক্তরাষ্ট্রের প্রবেশাধিকার থাকবে।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

২০ বর্ষ, ৫৪ সংখ্যা, ১১ ফাল্গুন ১৪৩১, ২৫ শাবান ১৪৪৬ হিজরি

ভোটের অধিকার

দেশে দেশে বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলিতে ভোটারের সংখ্যা ক্রমশ বাড়িলেও ভোটের প্রতি ভোটারের আস্থাহীনতা দিনদিন বৃদ্ধি পাইতেছে উদ্বেগজনকভাবে। গণতন্ত্রের বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য এই পরিস্থিতি মোটেও সুখকর নহে। বিভিন্ন দেশে নির্বাচনের প্রতি ভোটারদের আস্থা ফিরাইয়া আনিবার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের; কিন্তু কমিশন দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়া দায়সারা গোছের এমনকি পক্ষপাতদুষ্ট ও বিতর্কিত নির্বাচন আয়োজন করিয়া চলিয়াছে। এই সকল দেশে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড বা সুষ্ঠু পরিবেশ যেমন তৈরি করিতে পারিতেছে না, তেমনি ত্রুটিযুক্ত নির্বাচনের ব্যাপারে কোনো প্রতিকার করিতে পারিতেছে না। স্থানীয় সরকার কিংবা জাতীয় নির্বাচনে হাতেনাতে অনিয়ম ধরা পড়িবার পরও আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা না লইয়া তাহা সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানের প্রতি বিচারের ভার তুলিয়া দিতেছে এবং শেষ পর্যন্ত তাহাতে কোনো বিহিত হইতেছে না। ইহাতে প্রতীয়মান হয়, নির্বাচনের লাটাইটা শেষ পর্যন্ত তাহাদের হাতেই থাকে না। প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এমনকি স্পর্শকাতর বিভাগের হাতে নির্বাচন আয়োজনের নিয়ন্ত্রণটা চলিয়া যাইবার কারণে তাহাদের প্রধান কাজ হয় নির্বাচনের সরঞ্জামাদি সরবরাহ ও ফলাফল ঘোষণা করা। উন্নয়নশীল দেশে নির্বাচন কমিশনগুলি সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপক্ষে, অংশগ্রহণমূলক ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন আয়োজন করিতে ব্যর্থ হইতেছে কেন? ইহার মূল কারণ হইল—তাহাদের নতজানু নীতি এবং সাংবিধানিক ক্ষমতা পাইয়াও অনেক সময় সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করা বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে গা-ছাড়া ভাব প্রদর্শন করা। মানুষ লাইন দিয়া ভোট দিতে গিয়া যখন দেখে তাহাদের ভোট অন্য কেহ দিয়া ফেলিয়াছে কিংবা তাহাদের সম্মুখে বিকল্প ও শক্তিশালী প্রার্থী বাছাইয়ের সুযোগ হাজির করা হয় নাই, তখন স্বাভাবিকভাবে নির্বাচনের প্রতি তাহাদের তৈরি হয় বিতৃষ্ণা। বিশেষ করিয়া এই সকল দেশে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া পালন করে ন্যক্কারজনক ভূমিকা। নির্বাচনের পূর্বে ও নির্বাচনের দিন প্রতিপক্ষের লোকদের উপর যেইভাবে ধরপাকড়, গ্রেফতার ও হয়রানি চলে এবং ভীতিকর পরিবেশ-পরিস্থিতি তৈরি করা হয়, তাহা সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের বড় প্রতিবন্ধক। এই সমস্ত দেশে এই পরিস্থিতি চলিতে থাকিলে ভবিষ্যতে যদি এক জনও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করেন, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু থাকিবে না। তখন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হইবার পথ আরো অবারিত হইবে। অথচ নির্বাচনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত শক্তিশালী প্রার্থীদের কারণে জিতিবার ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা থাকা। কোনো কোনো দেশে এই পরিস্থিতিও তৈরি হয় যে, ভোট শেষ পর্যন্ত সরকারি দল, তদীয় সমর্থিত কৌশলগত বিদ্রোহী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা জোট নেতাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। অবিশ্বাস্য সত্য হইল, তাহার পরও নির্বাচন সুষ্ঠু হয় না। ইহাতেও দেখা যায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অযাচিত হস্তক্ষেপ। এইখানে নিজেদের জোটসমর্থিত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রার্থী দেওয়া যেমন অন্যায় ও বেমানান, তেমনি এইরূপ ভোটেও পুকুরচুরি, কারচুপি ও জালিয়াতি সেই নির্বাচনকে করিয়া তোলে হাস্যকর। দুর্ভাগ্যের বিষয় হইল, এই সমস্ত দেশে আবার এই সকল অপকর্ম সমর্থনে আগাইয়া আসে তথাকথিত আঞ্চলিক শক্তি। বিপক্ষের ছোট-বড় দলের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও সাজানো মামলা দিয়া এমনভাবে পর্যুদস্ত করা হয় যে, সেই সকল দলের পক্ষে তখন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিংবা নির্বাচন পরিচালনার মতো আর কোনো গুরুত্বপূর্ণ নেতাকর্মীর উপস্থিতি দেখা যায় না। আরো পরিতাপের বিষয়, এই পরিস্থিতিতে তাহারা শেষ পর্যন্ত হাল ছাড়িয়া দেন এবং নির্বাচন বয়কটের মতো আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত লইয়া ক্ষমতাসীন দলের পাতানো ফাঁদের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। ইহা কেমন কথা? নির্বাচন সুষ্ঠু হয় নাই—এই কথা বলিতে ও প্রমাণ করিতে হইলেও তো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা অপরিহার্য। তাহার পর না হয় সচেতন দেশবাসী বা আগ্রহী পৃথিবীবাসী তাহা বিচার-বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। এতদ্ব্যতীত ইহা একসময় ব্যক্তি, পরিবার বা গোষ্ঠীর করতালগত হইয়া যাইতে পারে। যেইখানে আফ্রিকার অনেক দেশের মানুষ এই ব্যাপারে সচেতন ও সদাজাগ্রত, সেইখানে এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকার অনেক দেশে গণতান্ত্রিক লড়াইয়ের ইতিহাস ও ঐতিহ্য থাকিবার পরও কোনো কোনো ক্ষেত্রে উদাসীনতা লক্ষণীয়। অতএব, ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ভোটারের অব্যাহত লড়াই ও সংগ্রামের কোনো বিকল্প নাই।

ইউরোপকে এখন যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়াই চলতে হবে

চলতি মাসে ইউরোপের দেশগুলো বুঝতে পেরেছে, তাদের সবচেয়ে কাছের মিত্র যুক্তরাষ্ট্র ৮০ বছর ধরে যে বিশ্বাসযোগ্য সহযোগিতায় আগ্রহী ছিল, এখন আর তারা সে অবস্থানে নেই। যুক্তরাষ্ট্র এখন মিত্রদের অবজ্ঞা করছে; ইউক্রেনকে চাপে ফেলছে এবং ইউরোপের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে। এতে তারা ইউরোপের প্রধান সহযোগী ও ইউক্রেনের শক্তিশালী সমর্থক থেকে ধীরে ধীরে তাদের প্রতিপক্ষে পরিণত হচ্ছে। লিখেছেন **ড্যানিয়েলা শোয়ার্জার।**

চলতি মাসে ইউরোপের চলতি মাসে ইউরোপের দেশগুলো বুঝতে পেরেছে, তাদের সবচেয়ে কাছের মিত্র যুক্তরাষ্ট্র ৮০ বছর ধরে যে বিশ্বাসযোগ্য সহযোগিতায় আগ্রহী ছিল, এখন আর তারা সে অবস্থানে নেই। যুক্তরাষ্ট্র এখন মিত্রদের অবজ্ঞা করছে; ইউক্রেনকে চাপে ফেলছে এবং ইউরোপের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে। এতে তারা ইউরোপের প্রধান সহযোগী ও ইউক্রেনের শক্তিশালী সমর্থক থেকে ধীরে ধীরে তাদের প্রতিপক্ষে পরিণত হচ্ছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে ইউক্রেনের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনার প্রক্রিয়া শুরু করেছেন, তখন আসলে কেউই (এমনকি মার্কিনরাও) ঠিক জানে না, যুক্তরাষ্ট্র কী পরিকল্পনা করছে। তবে গত সপ্তাহে মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলনে স্পষ্ট হয়ে গেছে, ন্যাটোর প্রতিরক্ষা খরচ ভাগাভাগি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘদিনের অসন্তোষ ইউরোপ আর উপেক্ষা করতে পারবে না। শুধু খরচই সমস্যা নয়, যুক্তরাষ্ট্র এখন এশিয়া ও নিজের স্বার্থের দিকে বেশি মনোযোগ দিচ্ছে। ফলে ইউরোপকে এখন বড় রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্বের ভূমিকা নিতে হতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের নীতিতে যে বড় পরিবর্তন এসেছে, তা তাদের ইউক্রেন নীতিতেই স্পষ্ট। ট্রাম্প এখন যুক্তরাষ্ট্রকে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন। আগে যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনের দৃঢ় সমর্থক ছিল। কিন্তু এখন তারা ইউক্রেনকে চাপ দিয়ে আলোচনায় বসাতে চাইছে এবং ইউক্রেনকে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদের নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দিতে বাধ্য করছে।

বাইডেন প্রশাসন ইউরোপীয় দেশগুলোর সঙ্গে একযোগে কাজ করেছে, যাতে ইউক্রেনকে সাহায্য করা যায়, রাশিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যায় এবং ইউক্রেনের পুনর্গঠন নিয়ে প্রস্তুতি নেওয়া যায়। তারা ইউরোপীয়দের সঙ্গে সমন্বয় করে এই বিষয়গুলো পরিচালনা করছিল। তবে ট্রাম্প প্রশাসন মনে করে, ইউরোপীয় দেশগুলোর জন্য এসব আলোচনায় কোনো ভূমিকা নেই। তারা আলোচনার ক্ষেত্রে ইউরোপীয়দের অংশগ্রহণ দেখতে চায় না।

মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের মিউনিখে দেওয়া বক্তৃতা থেকে ট্রাম্প প্রশাসনের ভূরাজনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে ইউরোপীয়রা অনেক কিছু শিখেছে। ওই বক্তৃতায় তিনি জার্মানির রাশিয়া-সমর্থক দক্ষিণপন্থী দলকে সমর্থন জানিয়েছেন। জার্মানির নির্বাচনের ঠিক আগমুহূর্তে ভ্যান্সের এই প্রকাশ্য সমর্থনদানকে দেশটির নির্বাচনে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। যদি এই রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ সফল হয়, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র শুধু জার্মানিকেই নয়, পুরো ইউরোপীয় ইউনিয়নকেই দুর্বল করে দেবে।

মিউনিখ স্পষ্ট করেছে, পরবর্তী যুদ্ধোত্তর আটলান্টিক সম্পর্কের দীর্ঘ যুগ শেষ। একটি শক্তিশালী পরিবর্তন শুরু হয়েছে। এখন এই আশা করা খুব বড় ধরনের ভুল হবে যে ট্রাম্প প্রশাসনের সময়ে হওয়া ক্ষতি ভবিষ্যতে সারাই করে ফেলা যাবে। প্রকৃত বাস্তবতা হলো, ইউরোপকে তার শক্তির ওপর ভিত্তি করে নিজস্ব নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে এবং ন্যাটোর নেতৃত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিতে হবে।

এ মুহূর্তে কী করা উচিত, তা নিয়ে কিছুটা সময় বিভ্রান্ত থাকার পর ইউরোপের নেতারা মহাদেশে স্থিতিশীলতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য নিজেদের মতো করে পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছেন। প্যারিসে অনুষ্ঠিত ১৭ ফেব্রুয়ারির অনানুষ্ঠানিক জরুরি বৈঠক ছিল তারই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রথম পদক্ষেপ। সেটিকেই এখন দ্রুত এগিয়ে নিতে হবে।

প্যারিস বৈঠকটি হয়েছিল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাবিষয়ক সম্মেলনের (এআই অ্যাকশন সামিট) এক সপ্তাহ পর। এআই সম্মেলনে ইউরোপীয়রা প্রযুক্তি নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং নতুন বিনিয়োগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছেন। দুটো বৈঠক আলাদা বিষয়ের হলেও উভয় বৈঠক একই সমস্যার কথা বলছে। সেটি হলো ইউরোপকে নিজের সার্বভৌমত্ব নিজেকেই রক্ষা করতে হবে।

প্যারিস বৈঠকটি হয়েছিল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাবিষয়ক সম্মেলনের (এআই অ্যাকশন সামিট) এক সপ্তাহ পর। এআই সম্মেলনে ইউরোপীয়রা প্রযুক্তি নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং নতুন বিনিয়োগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছেন। দুটো বৈঠক আলাদা বিষয়ের হলেও উভয় বৈঠক একই সমস্যার কথা বলছে। সেটি হলো ইউরোপকে নিজের সার্বভৌমত্ব নিজেকেই রক্ষা করতে হবে।

ইউরোপের সামনে ইউক্রেন বর্তমানে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। তবে ইউরোপীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষা একটি অনেক বড় ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প হবে। ইউরোপীয়দের নিরাপত্তা নিয়ে তাদের নতুন করে চিন্তাভাবনা করতে হবে। যদি ইউক্রেন ও রাশিয়া কোনো চুক্তিতে পৌঁছায়, তাহলে ইউরোপীয়দের দায়িত্ব হবে সেটি নিশ্চিত করা। কারণ, ইউরোপ বুঝতে পারছে, যুক্তরাষ্ট্র তার প্রতিশ্রুতি কমাতে চায় এবং দেশটি আর ইউরোপের কোনো বিশ্বস্ত অংশীদার নয়।

এ পরিস্থিতিতে ইউরোপীয়দের ইউক্রেনের শান্তি বজায় রাখার সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ার পাশে থাকা অন্যান্য এলাকা, যেমন স্ক্যান্ডিনেভিয়া বা বাল্টিক অঞ্চলের সুরক্ষাও নিশ্চিত করতে হবে।

যদি ইউক্রেন ইউরোপীয় প্রতিরক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু নিয়ন্ত্রিত অংশ হয়ে ওঠে, তাহলে দীর্ঘ মেয়াদে ইউরোপীয়রা অনেক ভালো থাকবে। নিজের শক্তিশালী সেনাবাহিনী, উদ্ভাবনী প্রতিরক্ষা খাত এবং সহনশীল ও সৃজনশীল জনগণকে কাজে লাগিয়ে ইউক্রেন ইউরোপের জন্য একটি শক্তিশালী উৎস হতে পারে।

ইউরোপীয় দেশগুলোকে এখনই নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা সহযোগিতা আরও শক্তিশালী করতে হবে। অর্থাৎ ইউরোপে একটি নতুন নিরাপত্তা পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে, যাতে ন্যাটোর মধ্যে সদস্যদেশগুলো একে অপরের ওপর থেকে কিছু বোঝা ভাগ করে নিতে পারে। এমনকি যদি যুক্তরাষ্ট্র তার সহায়তা কমায় বা ন্যাটো থেকে সরে যায়, তবু ন্যাটো ইউরোপের নিরাপত্তার জন্য সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যবস্থা হিসেবে থাকবে।

প্যারিসে জরুরি বৈঠকে এবং তার দুই দিন পর দ্বিতীয় বৈঠকে যেসব দেশ প্রতিনিধিত্ব করেছে, তারা পরিস্থিতি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মূল ভূমিকায় থাকতে পারে। ফ্রান্স, পোল্যান্ড, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, স্ক্যান্ডিনেভিয়া এবং বাল্টিক দেশগুলো (যেগুলো সবচেয়ে সরাসরি হুমকির সম্মুখীন) এর জন্য প্রস্তুত আছে বলে মনে হচ্ছে।

একইভাবে ইউক্রেনকে শক্তিশালী সমর্থন দেওয়া যুক্তরাজ্যও এর জন্য প্রস্তুত আছে। যুক্তরাজ্য ন্যাটোতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং পারমাণবিক শক্তি হিসেবে তার অবস্থানও রয়েছে। তাই যুক্তরাজ্যকে এই গ্রুপের একটি অপরিহার্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত।

নিরাপত্তার জন্য ন্যাটো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে ন্যাটো ছাড়া ইউরোপীয় ইউনিয়নকেও তার সীমানা রক্ষা এবং দেশে উদার গণতন্ত্র রক্ষা ইস্যুতে আরও বেশি পদক্ষেপ নিতে হবে।

যদিও ইইউ প্রতিরক্ষা ইউনিয়নে পরিণত হবে না বা একটি ইউরোপীয় সেনাবাহিনী তৈরি করবে না, তবু এটি গুরুত্বপূর্ণ সেবা সরবরাহের জন্য আরও কিছু করতে পারে। আগামী বছরগুলোতে জ্বালানি নিরাপত্তা ও দেশীয় উদ্ভাবন বাড়ানো ইউরোপের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হবে। যৌথ তহবিলের মাধ্যমে শেয়ার করা কৌশলগুলো ইউরোপীয়দের এই অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক খাতে শক্তিশালী খেলোয়াড় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়ক হতে পারে।

ইউরোপীয়দের শক্তি আবার গড়ে তুলতে হবে। কারণ, পুরোনো জোটগুলো ভেঙে যাচ্ছে এবং ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতি বদলাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র এখন যে পরিস্থিতি তৈরি করেছে, তা ইউরোপীয়দের জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক আরও ভালো করতে এবং চীনকে নিয়ে নিজেদের সম্পর্ক ভালোভাবে চালাতে সাহায্য করবে।

মিউনিখ স্পষ্ট করেছে, পরবর্তী যুদ্ধোত্তর আটলান্টিক সম্পর্কের দীর্ঘ যুগ শেষ। একটি শক্তিশালী পরিবর্তন শুরু হয়েছে। এখন এই আশা করা খুব বড় ধরনের ভুল হবে যে ট্রাম্প প্রশাসনের সময়ে হওয়া ক্ষতি ভবিষ্যতে সারাই করে ফেলা যাবে। প্রকৃত বাস্তবতা হলো, ইউরোপকে তার শক্তির ওপর ভিত্তি করে নিজস্ব নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে এবং ন্যাটোর নেতৃত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিতে হবে।

ইইউ, যুক্তরাজ্য ও নরওয়ের মোট জনসংখ্যা ৫০ কোটির বেশি এবং তাদের যৌথ ক্রয়ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে বেশি। এ ছাড়া ঘরোয়া রাজনৈতিক টানাপোড়েন সত্ত্বেও তাদের সেই প্রতিষ্ঠিত স্থিতিশীলতা রয়েছে, যা এই সংকটকাল পার করার জন্য দরকার।

ইউরোপের কাছে প্রযুক্তি, ডিজিটাল অর্থনীতি, প্রতিরক্ষা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খাতে এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ রয়েছে। আশার কথা, মিউনিখ দেখিয়েছে, ইউরোপ সময় নষ্ট না করে দ্রুত এগিয়ে যেতে প্রস্তুত রয়েছে।

ড্যানিয়েলা শোয়ার্জার বার্টেলসম্যান স্টিফটুং-এর নির্বাহী পর্ষদের সদস্য ও জার্মান ফরেন রিলেশনস কাউন্সিলের সাবেক পরিচালক

সৌদি যুবরাজের গাজা নিয়ে বিকল্প পরিকল্পনার পেছনে কী

মাদাউই আল-রশিদ

গাজা সংঘাত নিয়ে সৌদি আরবের সম্পৃক্ততার ধরন ছিল ‘ধরি মাছ না ছুঁই পানি’ ধরনের। কিন্তু হঠাৎ করেই সৌদি আরব কূটনৈতিকভাবে সক্রিয় হওয়ার একটি অভিজ্ঞতার মুখে পড়েছে।

গাজাকে নিয়ে নেওয়ার ডোনাল্ড ট্রাম্পের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনার জন্য রিয়াদে মিসর, জর্ডান, কাতার ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের নেতারা মিলিত হয়েছিলেন।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে সৌদি আরব নিজেদের বৈশ্বিক সংঘাত, বৈরিতা মীমাংসার মধ্যস্ততাকারী দেশ হিসেবে দেখছে। ইউক্রেন সংঘাত মীমাংসার জন্য যে আলোচনা হতে যাচ্ছে, তার আয়োজক দেশ সৌদি আরব।

সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান ট্রাম্পের ভয়ানক আপত্তিকর ‘রিভেরা পরিকল্পনায়’ ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন। ট্রাম্প গাজা পুনর্গঠনের জন্য সেখানকার বাসিন্দাদের উচ্ছেদ করে প্রতিবেশী দেশগুলোতে পাঠাতে চান।

মোহাম্মদ বিন সালমান আশা করেন, আরব নেতাদের সঙ্গে নিয়ে তিনি পূর্ব জেরুজালেমকে রাজধানী করে একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিকল্প একটি প্রস্তাব দিতে পারবেন। তিনি যে বিষয়টিতে জোর দিচ্ছেন সেটা হলো, ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক হতে পারে না।

স্বল্প মেয়াদে মোহাম্মদ বিন সালমান গাজা থেকে ফিলিস্তিনিদের উচ্ছেদ করে মিসর, জর্ডান ও সৌদি আরবে পুনর্বাসন পরিকল্পনা ঠেকাতে সফল হতে পারেন।

ফিলিস্তিনিরা যখন অস্থায়ী তাঁবুতে বাস করছেন। আরব নেতাদের সম্মেলন গাজা পুনর্গঠনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ তহবিল জোগানের প্রতিশ্রুতি এসেছে।

কিন্তু সবচেয়ে জরুরি ও চ্যালেঞ্জিং বিষয়টি হলো, হামাসকে সরিয়ে গাজা শাসনের জন্য বিকল্প শক্তি খুঁজে বের করা। যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান গাজার কয়েকটি ইসলামপন্থী সংগঠনের ঘোর শত্রু। কিন্তু হামাসের প্রতি তাঁর অবজ্ঞা অনেকটা গভীর।

ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার ক্ষেত্রে তাঁর যে পরিকল্পনা ছিল ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবরের পর, সেটা ভেস্তে যাওয়ার জন্য হামাস দায়ী বলে ভাবেন তিনি।

মোহাম্মদ বিন সালমান ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে চান সৌদি আরবের স্বার্থসংশ্লিষ্ট কারণে। ইসরায়েলের কাছ থেকে প্রযুক্তি, সামরিক ও

গোয়েন্দা সরঞ্জাম নিতে চায় সৌদি আরব। আরও ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য সম্পর্কও গড়ে তুলতে চায় তারা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যুবরাজ মনে করেন, এতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সৌদি আরবের আরও ঘনিষ্ঠ নিরাপত্তা সম্পর্ক গড়ে উঠবে।

কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে দুটি কারণে মোহাম্মদ বিন সালমানের বিকল্প পরিকল্পনা সফল হতে পারবে না। প্রথমত, বেনায়ামিন নেতানিয়াহু দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছেন, ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র ও ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে তিনি মেনে নেবেন না। ইসরায়েল এখানে তাঁর প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

দ্বিতীয়ত, হামাসকে পুরোপুরি সাইডলাইনে সরিয়ে দেওয়ার বিকল্প পরিকল্পনা সফল হওয়ার সুযোগ খুবই কম। রাজনৈতিক সংগঠনগুলো গাজা পুনর্গঠনের বিনিময়ে গাজার শাসন ছেড়ে দিতে পারে, কিন্তু তারা তো হাওয়া হয়ে যাবে না। কেননা এবার ১৯৮২ সালের মতো কিছু ঘটবে না।

সে সময়ে লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে ইসরায়েলি আগ্রাসনের পর ইয়াসির আরাফাতের নেতৃত্বে ফিলিস্তিনি মুক্তি সংস্থাকে (পিএলও) লেবানন থেকে তিউনেসিয়া যেতে হয়েছিল। এবারে কিন্তু হামাস নিজেদের ভূমিতে লড়াই করেছে।

এ ছাড়া পিএলও চলে যাওয়ার পর সাব্রা ও শাতিলা শরণার্থীশিবিরে লেবাননের খ্রিষ্টানরা হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল। সেই দুঃসহ ঘটনা ফিলিস্তিনিদের স্মৃতিতে এখনো জীবন্ত রয়েছে। ১৫ মাসের গণহত্যা ও নির্মম নিষ্ঠুরতা সহ্য করার পর ফিলিস্তিনিদের স্বাধীন আবাসভূমির স্বপ্নকে মুছে ফেলা হয়, এমন কোনো পরিকল্পনা হামাস মেনে নেবে না।

সৌদি আরবের বিকল্প প্রস্তাব বিশুদ্ধ রকমভাবে দেশটির স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত। সৌদি আরবসহ বেশ কয়েকটি আরব দেশে যে অস্থিতিশীলতা তৈরি হয়েছে, তা প্রশমনের জন্যই এই বিকল্প প্রস্তাব। ফিলিস্তিনিদের জোরপূর্বক উচ্ছেদ করা হলে অনিবার্যভাবে হামাসের কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে পড়বে। হামাসের যোদ্ধাদের এবং রাজনৈতিক ইসলামকে (প্রধানত মুসলিম ব্রাদারহুডের মতাদর্শ) এই দেশগুলো সুচিন্তিতভাবে ও সফলতার সঙ্গে দমন করে চলেছে। কোনো আরব শাসকই চান না, তাঁদের দেশে হামাস যোদ্ধা ও তাঁদের মনোভাবাপন্ন মানুষেরা তাঁদের দেশে বাস করুন।

মুসলিম ব্রাদারহুড মতাদর্শে ইসলামের বিধিবিধান অনুযায়ী শাসন ও একই সঙ্গে গণতন্ত্রের কথা বলা হয়। অনেকটা ইসলামিক গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষা তুলে ধরা বৈশ্বিক এই আন্দোলন সৌদি আরবসহ বিভিন্ন দেশের তরুণদের মধ্যে আবেদন তৈরি করেছে। ইসলাম ও গণতন্ত্র নিয়ে তাদের নিজস্ব ব্যাখ্যা রয়েছে। এ কারণেই এটি রাজতান্ত্রিক শাসনের প্রতি সরাসরি হুমকি তৈরি করে।

যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক উদারীকরণের দিকে মনোযোগ দিচ্ছেন। দুই ক্ষেত্রেই তাঁকে মুসলিম ব্রাদারহুডের মতাদর্শকে দমন করতে হবে। ফিলিস্তিনিদের উচ্ছেদ করার যেকোনো পরিকল্পনা অবশ্যই রাজনৈতিক ইসলামের পুনর্জীবন ঘটাবে।

এ ছাড়া বিপুলসংখ্যক ফিলিস্তিনিকে যদি তাঁদের ভূখণ্ড ছেড়ে চলে যেতে হয়, তাহলে সৌদি আরবের সাধারণ নাগরিকেদের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়ার ভয় পাচ্ছেন যুবরাজ। কেননা, তাতে আরব জনগণ বলতে পারেন, আরব রাজতন্ত্র ‘ফিলিস্তিনকে বিক্রি’ করে দিয়েছে। সৌদি আরবের জনগণ তাঁদের শাসকদের চেয়ে ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতি বেশি সংহতি বোধ করেন।

গাজার শাসনব্যবস্থা কী হবে, তা এখন পর্যন্ত পরিষ্কার নয়। গাজা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া সত্ত্বেও যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান কিংবা আরব নেতারা ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে সম্পৃক্ত না হয়ে গাজার ভাগ্যনির্ধারণে সফল হতে পারবে না।

অনেকগুলো আরব দেশ এরই মধ্যে ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার চুক্তি করেছে, কিন্তু তাদের কেউই শান্তি আনতে পারবে না। প্রকৃতপক্ষে, সাধারণ একটা কারণে বিপরীতটা ঘটছে। ফিলিস্তিনিদের সাইডলাইনে ফেলে দেওয়া হয়েছে। একমাত্র ফিলিস্তিনি ও ইসরায়েলিদের মধ্যে একটা চুক্তিই (যেখানে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের নিশ্চয়তা দেওয়া হবে) দীর্ঘস্থায়ী শান্তি আনতে পারে।

মাদাউই আল-রশিদ ব্রিটিশ একাডেমির একজন ফেলো এবং লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকসের মিডল ইস্ট সেন্টারের ভিজিটিং অধ্যাপক

দ্য গার্ডিয়ান থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত

প্রথম নজর

বাল্যবিবাহ মুক্ত গ্রাম গড়ে তুলতে আলোচনা সভা খানপুর গ্রামে

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: বাল্যবিবাহ মুক্ত গ্রাম গড়ে তুলতে বালুরঘাটে অনুষ্ঠিত হল এক বিশেষ আলোচনা সভা। খানপুর গ্রামকে সম্পূর্ণ বাল্যবিবাহ মুক্ত করার লক্ষ্যে আয়োজিত এই আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন উপ- প্রধান আকতারিনা পারভিন, সমাজসেবী লোকমান হোসেন মণ্ডল, স্বাস্থ্যকর্মী মৈত্রী সিংহ রায়। শক্তি বাহিনীর তরফে দেবু সরকার ও স্বরূপ বসাক, মধ্য রামকৃষ্ণপুর গ্রামীণ উন্নয়ন সমিতির তরফে শিব প্রসাদ কর্মকার। জানা গিয়েছে, এদিনের আলোচনা সভার মূল বিষয়বস্তু ছিল, ২০২৫ সালের মধ্যে এই গ্রাম কে সম্পূর্ণ বাল্য বিবাহ মুক্ত গ্রাম হিসেবে গড়ে তোলা, বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, কোনো বাল্যবিবাহের ঘটনা ঘটলে দ্রুত বিষয়টি স্থানীয় প্রশাসনের নজরে নিয়ে আসা। স্কুল ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষা ও সচেতনতার প্রসার ঘটানো। গ্রামের কিশোরীদের আত্মরক্ষা ও নিজেদের অধিকার সম্পর্কে শিক্ষিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

হঠাৎ ব্যাপক শিলাবৃষ্টি মালদার ইংরেজবাজারে

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: রবিবার সাত সকালে হঠাৎ ব্যাপক শিলাবৃষ্টি হয়ে গেল মালদার ইংরেজবাজার ব্লকের কোতুয়ালি এবং নরহাট্টার বিস্তীর্ণ এলাকায়। যার জেরে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হল এলাকার আমচাষ। শিলাবৃষ্টি এবং ঝোড়ো হাওয়ার বিভিন্ন বাগানে ঝরে পড়ল প্রচুর আমের মুকুল। ফলে মাথায় এলাকার আমচাষীদের মাথায় পড়ল হাত। চাষীদের বক্তব্য, এই মুহূর্তে আমের মুকুল থেকে ফল ধরার সময়। 'আর এই সময় হঠাৎ করে প্রচন্ড শিলাবৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়া হয়ে যাওয়ায় আমচাষ ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হল। শিলাবৃষ্টি ও ঝোরো হাওয়ায় প্রচুর আমের মুকুল ঝরে পড়ল। ফলে আমের উৎপাদন অনেকটাই মার খেল। তবে তারা হাল ছাড়তে নারাজ। যে

সমস্ত মুকুল এখনও টিকে রয়েছে তা টিকিয়ে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। নতুন করে বাগানে স্প্রে করছেন। অন্য দিকে মানিকচক ও ভূতনীর বেশকিছু এলাকার বাসিন্দারা। এদিন সকাল ৬টা নাগাদ হঠাৎ করেই মানিকচকের আকাশ কালো মেঘে ঢাকা পড়ে। দেখতে দেখতে প্রচন্ড ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়। প্রায় ৪০ মিনিট ধরে চলে ঝড়-বৃষ্টি। তবে মিনিট দশেকের মতো প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড় বয়ে যায় মানিকচকের ভূতনীর শংকরটোলা ও কালীটোলা বাঁধ এলাকায়।

লালবাগ কলেজের ফ্রি কোচিং দত্তক-পাড়ায়

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: নবাবের শহর মুর্শিদাবাদ। শহরের একটি প্রান্তে কয়েক হাজার মানুষের বসবাস। অথচ সেখানে উন্নয়নের ছোঁয়া বলতে খুব একটা দেখা যায় না। কারণ সেই স্থানটির বসবাসযোগ্য সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত। মুর্শিদাবাদ পৌরসভার এক নম্বর ওয়ার্ডের তয়োববাগ এলাকা। যেখানে বসবাস করে নিম্নবিত্ত পরিবারের মানুষজন। সকাল হলেই বাড়ির বড়রা বেরিয়ে পড়েন কাজে। শিশুরা যায় বিদ্যালয়ে। সেই এলাকাটিকে দত্তক নিয়েছে লালবাগ সুভাষচন্দ্র বোস সেন্টিনারী কলেজ। কলেজের এনএসএস অর্থাৎ ন্যাশনাল সার্ভিস স্কিম কর্মসূচির মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করা হয়েছে সেখানে। বছর কয়েক আগে কাঁদার রাস্তায় ইঁটের কুঁচি ফেলে রাস্তা সংস্কার করেছিল তারা। এছাড়াও মাঝেমধ্যেই সেখানে

বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি নিয়ে উপস্থিত হয় কলেজের এনএসএস ইউনিট। এবারে সেই এলাকার কচিকাঁচাদের নিয়ে শুরু হল ফ্রি কোচিং। প্রতি সপ্তাহে শনিবার বিকেলে হাসপাতালের পিছন দিকে তয়োববাগ মন্দিরের মাঠে এই ফ্রি কোচিং করানো হবে বলে জানান কলেজের অধ্যক্ষ ড. সুপম মুখার্জি। সেখানে শুধুমাত্র পড়াশোনা নয়, পাশাপাশি অঙ্কন-নৃত্য সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিমূলক শিক্ষার পাঠ দান করা হবে ওই কোচিংয়ে। সেই কোচিংয়ে কচিকাঁচাদের উৎসাহ বাড়াতে এগিয়ে এসেছেন স্থানীয় বাসিন্দারাও।

পুরস্কৃত 'হাশিমিয়া'

আপনজন: আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্ক সার্কাস ক্যাম্পাসে শনিবার এক সাহিত্য সম্মেলন ও 'নতুন গতি' পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে সমাজসেবায় ও শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার জন্য পুরস্কৃত হলেন হাশিমিয়া ইন্টারন্যাশনাল একাডেমি সুপারিনটেনডেন্ট ড. মুফাসসির হোসেন।

ভূতুড়ে ভোটার লিস্ট সংশোধনে পথে নামলেন পঞ্চায়েত উপপ্রধান

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● বারুইপুর

আপনজন: ভোটার তালিকায় ভূতুড়ে কাণ্ডের পরে এবার নড়েচড়ে বসলোদ: ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন। এবার ভোটার তালিকা নিয়ে বাড়ি বাড়ি নতুন করে স্কুটিনি শুরু করেছেন চম্পাহাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মিতালি গাইন মণ্ডল। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় বারুইপুরের চম্পাহাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোটার তালিকায় ১৮ হাজার ২০০ জন ভোটারের নাম ছিল। আচমকাই তা বেড়ে হয়েছে ২২ হাজার ৪০০ জন। যা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। এদিন চম্পাহাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের পিয়ালি ৪১ নম্বর বুথ ও চম্পাহাটি ২৬ নম্বর বুথের তালিকা নিয়ে রাস্তায় নামে প্রশাসন। যাঁদের নাম তালিকায় যুক্ত হয়েছে তাঁদের অধিকাংশই এলাকার বাসিন্দা নয় বলে জানান স্থানীয়রাই। অধিকাংশের বাড়ি মালদহ, মুর্শিদাবাদ, শিলিগুড়িতে। কীভাবে অন্য জেলার বাসিন্দাদের নাম তালিকায় উঠলো তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।বিরোধীদের দাবি, তৃণমূলের অঙ্গুলিহেলনে এই ঘটনা ঘটেছে।

পালটা তৃণমূলের দাবি, নির্বাচন কমিশন বিজেপি নিয়ন্ত্রিত। তাই তারাই তালিকায় ভূতুড়ে ভোটার ঢুকিয়েছে। ঘটনায় খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ তুলে বলেন,আমার কাছে খবর রয়েছে, স্থানীয়রা বলার পরও বহু এলাকায় বিএলওরা ভোটার তালিকায় মৃত ব্যক্তির নাম রেখে দিয়েছেন। অনেকে বহুদিন এলাকা থেকে অন্যত্র চলে গিয়েছেন। তাঁদেরও নাম রেখে দেওয়া হয়েছে।সতর্ক করেছিলেন প্রশাসনিক কর্তাদেরও।এরপরই শনিবার ভোটার তালিকায় ভুয়ো বা 'ভূতুড়ে' ব্যাপার ঠেকাতে জেলা প্রশাসনকে কড়া নির্দেশ দেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। এরপরই চম্পাহাটি পঞ্চায়েতের ২৬ নম্বর বুথের সদস্য উপপ্রধান মিতালি গাইন বাড়ি গিয়ে ভূতুড়ে ভোটারদের নাম খোঁজার চেষ্টা করছেন। ৪১ নম্বর বুথে গত লোকসভা ভোটে ভোটার সংখ্যা ছিল ১০৫৩ জন। এবার তা অস্বাভাবিক বেড়ে গিয়ে ১৩৫৭ হয়েছে। পাশাপাশি ২৬ নম্বর বুথে ও একই ঘটনা ঘটেছে। বিজেপির জেলা অফিস সূত্রে জানা গেল, যারা শাসকদল তাঁদের হাতেই সবকিছু। তারাই এইভাবে ভোট সংখ্যা বাড়িয়েছে। বিজেপির উপরে দোষ চাপিয়ে নিজেদের দোষ থাকার চেষ্টা করছে।

মিল্লী মিশনের অনুষ্ঠানে বললেন সৈয়দ নাসিরউদ্দিন

সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রসারে চিরস্মরণীয় থাকবে মোস্তাক হোসেনের অবদান

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: আল-আমীন মিল্লী মিশন এক আদর্শ আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার হটগঞ্জে অবস্থিত। উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ প্রাক্তন ৩ ছাত্র সম্প্রতি এমবিবিএস পড়ার গৌরবোজ্জ্বল সুযোগ হাসিল করে। সেইসব কৃতিদের পাশাপাশি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ কৃতি ছাত্রদের সংবর্ধিত করা হয় মিশনের পক্ষ থেকে। সেই সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে সাবেক আইএএস অফিসার তথা জিডি মনিটরিং কমিটির মেম্বার সৈয়দ নাসিরুদ্দীন সাহেব বলেন, বাংলার মুসলিমদের শিক্ষা প্রসারে শিল্পপতি ও চিন্তাবিদ মোস্তাক হোসেনের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি মিশনারি আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর প্রতিভাদের বিকাশ লালনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে চলেছেন।
উক্ত সভায় শিক্ষাবিদ, সাবেক আইএএস অফিসার, এসডিও , আইনজীবী, ওলামা, সমাজসেবী,

ছাত্র শিক্ষক সহ বিভিন্ন স্তরের গুণীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। সবাইকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন মিশনের চেয়ারম্যান জনাব আব্দুল গাফফার ও সেক্রেটারি মাওলানা আব্দুল ওয়াহাব সাহেব।বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জিডি মনিটরিং কমিটির সদস্য সাবেক আই এ এস অফিসার সৈয়দ নাসির উদ্দিন , সাবেক এস ডিও আব্দুল গনি, শিক্ষাবিদ অরূপ কুমার রায় , ডবলু বিসিএস অফিসার মো: শফিউল্লাহ গাজী, ইঞ্জিনিয়ার আবুল ফারাহ মহ:আব্দুল্লাহ,শিক্ষারত্ন নুরনবী জমাদার, শিক্ষাবিদ সাহাদত হোসেন, সমাজসেবী আব্দুল আলিম মোল্লা, লাব্বাইক মিশন ও বাংলার রেনেসাঁ সম্পাদক আজিজুল হক প্রমুখ।
উক্ত মিশনের চেয়ারম্যানের আব্দুল গাফফার জানান, মিশন থেকে পাস করে যাওয়া কৃতি ছাত্ররা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারিং এ নিজেদের কৃতিত্বের সাক্ষ্য দিয়েছে। কৃতি ছাত্ররা দেশ-বিদেশে বিভিন্ন কর্মে প্রতিনিধিত্ব করছেন। উক্ত মিশনের সেক্রেটারি আব্দুর ওহাব জানান, মিশন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অধ্যাপক মনিরুজ্জামান রহ: ও মাওলানা রইস উদ্দিন আহমদ রহ: দুই গুণী মানুষের অবদান অনস্বীকার্য।

মর্যাদাপূর্ণ সমাজ গঠনে ইতিবাচক পথের সন্ধানে 'চাতক' রমযান সংখ্যা প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বহরমপুর

আপনজন: চাতক ফাউন্ডেশন আয়োজিত রবিবার মুর্শিদাবাদ জেলা সাংবাদিক সংঘে প্রকাশিত হল চাতক পত্রিকার রমযান সংখ্যা ২০২৫। সকলকে স্বাগত জানিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন ফাউন্ডেশনের সম্পাদক শেখ মফেজুল । উদ্বোধনী কবিতা পাঠ করেন কবি আব্দুস সামাদ । তাঁরই গজল পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয় ।
চাতক রমযান সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন চাতক এর মুখ্য উপদেষ্টা তথা বিশিষ্ট সাহিত্যিক খাজিম আহমেদ, ড. নুরুল ইসলাম, ড. সাইদুর রহমান, মুহা. মইদুল ইসলাম, মোহ. মাইনুল ইসলাম, শেখ মফেজুল প্রমুখ। এদিন পত্রিকার অনুষ্ঠানিক প্রকাশের পর বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের সভামুখ খাজিম আহমেদ। তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে ইসলামি চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলা সাহিত্যের অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে চাতক পত্রিকা । যে পত্রিকার উদ্দেশ্য একটি আদর্শকেন্দ্রিক চেতনা গড়ে তোলা। যার পথ চলার বয়স আড়াই দশক হয়ে গেল। বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে হীনম্মন্যতা দূর করে একটি মর্যাদাপূর্ণ সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে ইতিবাচক পথের সন্ধানই হল চাতক এর মহৎ প্রয়াস । চাতক আত্মপ্রচারে বিশ্বাস করে না । বস্তুত বিভাগ পরবর্তী পশ্চিমবাংলার মুসলমানদের আত্মানুসন্ধান ও চিত্তের উত্থানে আগ্রহী। এটি

সময়ের ইতিহাস বহন করছে । তথা কথিত বৃহৎ পত্রিকায় দু একটু লেখা প্রকাশের সুবাদে আত্মগরিমায় ভোগে তেমনতর কলমচিদের প্রাধান্য দেয় না চাতক। পেক্ষাকৃত বৃহৎ সংখ্যক বিশেষ ধর্মী কঠোর ভাবে এক ঈশ্বরবাদী উপেক্ষিত একটি জনগোষ্ঠীর জীবন যন্ত্রনাকে তুলে ধরতে চায়।' উপস্থিত সাহিত্য সংস্কৃতি সচেতন ব্যক্তিবর্গ এক যোগে বলেন, সংখ্যার প্রসঙ্গ নয়, লেখকদের সামনে গুণগত মানের কথায় তুলে ধরে চাতক । সম্পাদক শেখ মফেজুল উৎকর্ষতা ও গুণমানের প্রশ্নে আপসহীন । চাতক সিকি শতক থেকে এই সাহিত্য আন্দোলনে জুড়িয়ে রয়েছে। অনুষ্ঠানে তিনজনকে "শেখ জাকারিয়া পুরস্কার" প্রদান করা হয়। যাদের হাতে এদিন শেখ জাকারিয়া পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়, তারা হলেন- লালগোলা কলেজের আরবি ভাষা ও সাহিত্যের অন্যতম অধ্যাপক ড. সাইদুর রহমান, জলঙ্গীর মাদ্রাসার শিক্ষক মুহা. মইদুল ইসলাম, হরিহরপাড়া হাইস্কুলের আরবি ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক মোহা. মাইনুল ইসলাম । পুরস্কার প্রাপকদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন ইতিহাসবেত্তা খাজিম আহমেদ। এদিন চাতক রমযান সংখ্যা প্রকাশ ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কলকাতা থেকে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট গবেষক প্রাক্তন শিক্ষক ড. নুরুল ইসলাম । তিনি বাংলা ভাষায় সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চায় চাতক পত্রিকার নানা দিক ও অবদানের কথা সকলের সামনে উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠানে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বিশিষ্ট সমাজকর্মী উমা রায় সেন, শিক্ষাব্রতী হাসিবুর মল্লিক, সাংবাদিক আনিসুর রহমান প্রমুখ । কবিতা পাঠে অংশগ্রহণ করেন বর্ধমান থেকে আগত দেবী রাহা মিত্র, লক্ষণ কুমার দাস, সৈয়দ শামসুর রহমান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কুনাল কান্তি দে, হাসান বসির, এম আর ফিজা । পুরো অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন চাতক সম্পাদক শেখ মফেজুল ।

সর্ব ধর্ম সমন্বয় সভায় ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তুলতে সম্প্রীতির বার্তা প্রেরণ

এহসানুল হক ● বসিরহাট

আপনজন: সৈয়দ আব্বাস আলী রহমাতুল্লাহ আলাইহি পীর গোরাচাদ সাহেবের স্মরণে হাড়োয়ার মাজমপুরে যে ঐতিহাসিক সর্বধর্ম সমন্বয়ের সভা হয় রবিবার ছিল প্রথম দিন। কয়েক বছর ধরে এখানে গান বাজনার আসর বসত, সেটাকে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করে হাড়োয়ার মাজমপুরে বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা হাড়োয়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি আব্দুল খালেক মোল্লা ও হাড়োয়া দু'নম্বর ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ফরিদ জমাদারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এ বছরেও সর্ব ধর্ম সমন্বয় সভা হল। উপস্থিত ছিলেন এই বিশেষ অনুষ্ঠানে মায়াপুর ইসকনের প্রভু বলদেব বিদ্যা ভুষণ, সারা বাংলা সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশন এবং অল ইন্ডিয়া পার্সোনাল ল বোর্ডের সদস্য মাওলানা কামরুজ্জামান, বাদুড়িয়ার বিধায়ক কাজী আব্দুর রহিম দিলু, প্রাক্তন মন্ত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ দপ্তরের ভাইস চেয়ারম্যান ড: মোর্তজা হোসেন, নাখোদা মসজিদের ইমাম কারী শফিক আহমেদ, অল বেঙ্গল ইমাম মোয়াজ্জিন সমিতির সভাপতি হাফেজ আজিজুদ্দিন, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বুদ্ধিজীবী মঞ্চের সভাপতি ওয়ায়েজুল হক সহ একাধিক বিশিষ্ট অতিথি বর্গ। এদিন সর্ব ধর্ম সমন্বয় সভা থেকে বিশেষ বার্তা দেন বলদেব বিদ্যা ভুষন প্রভু ইসকন মায়াপুর, তিনি বলেন, আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, এই ঐক্যবদ্ধ না হলে সংবিধানকে রক্ষা করা যাবে না। এদিন সকল বক্তারা সর্বধর্ম সমন্বয় সভা থেকে বার্তা দেন যে, আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, বিশেষ এক শক্তির আমাদের এই সম্প্রীতি নষ্ট করতে চাইছে । আমাদের সবাইকে সম্প্রীতির রক্ষা করতে হবে। যাতে সম্প্রীতি বিনষ্ট না হয় তার জন্য ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তুলতে হবে।

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা হাই মাদ্রাসায়

নাজমুস সাহাদাত ● মোথাবাড়ি

আপনজন: রবিবার মোথাবাড়ি গঙ্গাপ্রসাদ এলাকার সামাজিক সংগঠনের উদ্যোগে তৃতীয় শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষার আয়োজন করা হয়। এদিনের পরিক্ষায় মোথাবাড়ির বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচশত পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। এই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা আমলিতলার এ.জি.জে.এস হাই মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত হয়। এটি বিগত দশ বছর ধরে আল মোস্তাফা ফাউন্ডেশন ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা ও জ্ঞান অর্জনের জন্য শিক্ষামূলক কর্মসূচির ব্যবস্থা করে থাকে এবং এই পরীক্ষায় যেসব কৃতি ছাত্রছাত্রী তাদের ও অংশগ্রহণকারী সকল পরীক্ষার্থীদের পুরস্কৃত করা হয়। এদিনের পরীক্ষায় মোস্তাফা ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ফাউন্ডেশনের সভাপতি গোলাম সামদানী, মোস্তাফিজুর রহমান, মোমেনুর হক, হায়দার আশরাফী, বানী ইসরাইল, আরিফ সেখ ও গোলাম এসদানি সহ সমস্ত সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। মোস্তফা ফাউন্ডেশনের অন্যতম সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, রবিবার আমাদের ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ছাত্রছাত্রীদের প্রতিযোগিতামূলক পরিক্ষা নেওয়া হয়। প্রতি বছরের মত এবারেও পরীক্ষার্থীদের ভালো সাড়া দেখতে পেলাম। এটা আমরা অনেক বছর ধরে করে যাচ্ছি এবং আগামীতেও চলবে। এছাড়াও যেকোনো দুর্যোগ পরিস্থিতিতে অসহায় মানুষদের পাশে সর্বদা থাকি।

ইমাম সংগঠনের উদ্যোগে সম্প্রীতি সভা বহরমপুরে

সজিবুল ইসলাম ● বহরমপুর

আপনজন: অল ইন্ডিয়া ইমাম মোয়াজ্জিনান সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেসনের মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার উদ্যোগে আগামী পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা প্রদানের লক্ষ্যে জেলার সকল ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের নিয়ে ইফতার সামগ্রিক বিতরণ ও সম্প্রীতি সভা অনুষ্ঠিত হলো রবিবার জেলা প্রশাসনের সভা ঘরে।
এদিনের সম্প্রীতির সভায় উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলা শাসক রাজশ্রী মিত্র, মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ আবু তাহের খান,সাধারণ সম্পাদক, অল ইন্ডিয়া ইমাম মোয়াজ্জিন এন্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক,মহকুমা শাসক বহরমপুর সদর, ডিএসপি হেডকোয়ার্টার, ডোমা রেনুকা খাতুন, আনসার আলী, মুজাফফর খান, আব্দুর সবুর ও একাধিক বিশিষ্ট বর্গ উপস্থিত ছিলেন।
এদিনের সকল ইমাম মুয়াজ্জিন সাহেবদের অগ্রিম পবিত্র মাহে রমজানের শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ জানিয়ে সকল কে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য আহ্বান করেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

রায়দিঘিতে সমবায় ভোটে জয় তৃণমূলের

নকিব উদ্দিন গাজী ● রায়দিঘি

আপনজন: রবিবার রায়দিঘি বিধানসভার ৩ টি সমবায় সমিতি রাধাকান্তপুর সমবায় সমিতি, গিলেটরছাট ও খাড়ি সমবায় সমিতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় যেখানে রাধাকান্তপুর সমবায় সমিতির ১০ টি আসনেই জয়লাভ করে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীরা। একইভাবে খাড়ি সমবায় সমিতির ১৬ টি আসনেও জয়লাভ করে তৃণমূল কংগ্রেস শুধুমাত্র গিলের ছাট সমবায় সমিতির ৯ টি আসনের মধ্যে ১ টি আসন পায় বিরোধীরা। দুটি সমবায় সমিতিতে বিরোধীশূন্য ও একটিতে একক ভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়াতে আবির মেখে উচ্ছ্বাসে মাতেন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকেরা। উপস্থিত ছিলেন মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বাপি হালদার ও রায়দিঘি বিধানসভার বিধায়ক অলক জলদাতা।

পঞ্চায়েত সদস্যর মৃত্যু, শোকাতুর গ্রাম

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: অসুস্থজনিত কারণে রবিবার সন্ধ্যায় মৃত্যু হল হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ রামপুর গ্রামের বাসিন্দা সিপিএম এর পঞ্চায়েত সদস্য লতিফুর রহমানের (৬৫)। তাঁর মৃত্যুতে শোকাহত পরিবার সহ এলাকার মানুষ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৯৭৮ সাল থেকে তাঁর নেতৃত্বে দক্ষিণ রামপুর বুথ সিপিএম এর প্রতীকে জিতে আসছিলো। তিনি দীর্ঘদিন ধরে হৃদরোগে ভুগছিলেন। এক সপ্তাহ আগে পঞ্চায়েতে মাথা ঘুরে পড়ে যান। চিকিৎসা চলছিল। রবিবার বাড়িতে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরিবারের লোকেরা তড়িঘড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসক চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তর করে দেন। সেখান থেকে মালদহ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুতে দলের নেতা কর্মীরা শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েছেন।

গ্যাস বেলুনের সিলিন্ডার ফেটে মৃত্যু যুবতীর

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়া মেলায় যাওয়া হল কাল! গ্যাস বেলুনের সিলিন্ডার ফেটে মৃত্যু যুবতীর, স্থানীয় ক্লাবের পাশে গ্যাস বেলুনের পসরা সাজিয়ে বিক্রি করছিল দুজন। কল্যাণী জেএনএম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলে এক'জনের মৃত্যু হয়। আহত একাধিক।গ্যাস বেলুনের সিলিন্ডার ফেটে মৃত এক।ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও তিনজন। গুরুতর অবস্থায় চিকিৎসাধীন বাকিরা। সিলিন্ডার ফেটে মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার কল্যাণী থানার ঘোড়াগাছা এলাকায়। শনিবার রাত ১২টা নাগাদ এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। জানা গিয়েছে, মৃত যুবতীর নাম মুসকান মন্ডল (২৪)।

লা লিগা: দুই বদলির গোলে আতলেতিকোর আড়াই ঘন্টার 'রাজত্ব' কাড়ল বার্সেলোনা

আপনজন ডেস্ক: লা লিগার শীর্ষস্থান নিয়ে অনেক দিন ধরেই চলছে ত্রিমুখী লড়াই। শীর্ষে থেকে ২০২৫ সাল শুরু করা আতলেতিকো মাদ্রিদকে জানুয়ারিতেই পেছনে ফেলেছিল রিয়াল মাদ্রিদ। কিন্তু বার্সেলোনা 'দুই মাদ্রিদকে' টপকে যায় গত সপ্তাহে; ৫৮ দিন পর উঠে আসে শীর্ষে। সেই বার্সাকে কাল দুইয়ে নামিয়ে এক নম্বরে উঠেছিল আতলেতিকো।

কিন্তু আড়াই ঘণ্টা পরেই শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধার করেছে হান্সি ফ্লিকের দল। লাস পালমাসের বিপক্ষে বদলি নেমে বার্সাকে জিতিয়েছেন দানি ওলমো ও ফেরান তোরেস। ২৫ ম্যাচ শেষে বার্সার পয়েন্ট ৫৪, আতলেতিকোর ৫৩। তিনে থাকা রিয়ালের পয়েন্ট ৫১। রিয়াল অবশ্য এক ম্যাচ কম খেলেছে। আজ রাতে জিরোনার বিপক্ষে রিয়াল জিতলে তাদের পয়েন্ট হবে বার্সার সমান (৫৪)। কিন্তু গোল পার্থক্যের কারণে বার্সাই হয়তো চূড়ায় থাকবে। লা লিগার এই মৌসুমে গোল করা ও খাওয়া মিলিয়ে যে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়ালের চেয়ে যে ১৩ গোলে এগিয়ে বার্সা!

ভ্যালেন্সিয়ার মাঠ মেস্তায়ায় আতলেতিকোর ম্যাচটি শুরু হয়েছিল ভারতীয় সময় কাল রাত সাড়ে ১১টায়। বিশ্বকাপজয়ী দুই আর্জেন্টাইন হুলিয়ান আলভারেজের ২ ও আনহেল কোরেয়ার ১ গোলে আতলেতিকো যখন ৩-০ ব্যবধানের জয়ে শীর্ষে ওঠার আনন্দ নিয়ে মাঠ ছাড়ে, তখন বাজে রাত দেড়টা।

ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জে লাস পালমাসের অতিথি হয়ে যাওয়া বার্সেলোনার ম্যাচটি শুরু হয় রাত ২টায়। ম্যাচের শুরু থেকে বলের দখল, নিখুঁত পাসিং, লক্ষ্যে শট নেওয়া–সবকিছুতেই এগিয়ে ছিল বার্সা। কিন্তু প্রথমার্ধে গোল পাওয়া হয়নি। অবনমন অঞ্চলের আশপাশে থাকা লাস পালমাস বার্সাকে ৪৫ মিনিট আটকে রেখেছে–খবরটা আতলেতিকো কোচ দিয়েগো সিমিওনের কানে গেলে খুশি হওয়ার কথা।

কিন্তু গোলের জন্য হন্যে হয়ে ওঠা বার্সা কোচ ফ্লিক আসল চালটা চালেন বিরতির পরপরই। আক্রমণের গতি বাড়াতে ফেরমিন লোপেজকে তুলে নিয়ে নামান অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার দানি ওলমোকে। ৬২ মিনিটে লামিনে ইয়ামালের দুর্দান্ত পাস থেকে সেই ওলমোই দলকে এগিয়ে দেন। ২০২৫ সালে যেটি তাঁর প্রথম গোল। ৮৫ মিনিটে ইয়ামালের বদলি নামেন ফেরান তোরেস। ১০ মিনিট পরেই তিনি করেন বার্সার দ্বিতীয় গোল।

যোগ করা সময়ের পঞ্চম মিনিটে তাঁর গোলটা এসেছে রাফিনিয়ার বাড়ানো বল থেকে। কিছুক্ষণ পর রেফারি যখন শেষ বাঁশি বাজান, তখন ভারতীয় সময় ভোররাত ৪টা। ব্যস, আড়াই ঘণ্টার ব্যবধানে আতলেতিকোকে টপকে আবারও শীর্ষে বার্সা। ও হ্যাঁ, আরেকটা বিষয় বলাই হয়নি।

লা লিগার এই মৌসুমে দুই দলের প্রথম লড়াইয়ে বার্সাকে তাদেরই মাঠে হারিয়ে দিয়েছিল লাস পালমাস। ফিরতি ম্যাচ জিতে কাল রাতে মধুর প্রতিশোধও নিয়ে ফেলেছে কাতালানরা।

ম্যাচ শেষে মুভিস্টারকে ওলমো বলেছেন, 'আমরা শীর্ষে উঠতে চেয়েছিলাম। তবে কোনো ধরনের চাপ অনুভব করিনি। আমরা জানি এটা (লা লিগার শিরোপা জেতা) এখন আমাদের ওপর নির্ভর করছে।'

চার ম্যাচে ৭ সেঞ্চুরি, রেকর্ড ভেঙে আরও রেকর্ড গড়ার পথে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি

আপনজন ডেস্ক: শুরুটা হয়েছে উইল ইয়াংকে দিয়ে। এবারের চ্যাম্পিয়নস ট্রফির প্রথম সেঞ্চুরিটা নিউজিল্যান্ডের এই ওপেনারের। করাচিতে উদ্বোধনী ম্যাচে পাকিস্তানের বিপক্ষে সেদিন সেঞ্চুরি পেয়েছেন ইয়াংয়ের সতীর্থ টম ল্যাথামও। সেই শুরু। এরপর গতকাল পর্যন্ত যে চারটি ম্যাচ হয়েছে, তার প্রতিটিতেই কেউ না কেউ সেঞ্চুরি পেয়েছেন। নিউজিল্যান্ড-পাকিস্তান, বাংলাদেশ-ভারত ও অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড ম্যাচে সেঞ্চুরি হয়েছে দুটি করে। আফগানিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচে সেঞ্চুরি হয়েছে একটি। তাতেই অভূতপূর্ব কীর্তি গড়ে ফেলেছে এবারের চ্যাম্পিয়নস ট্রফি। আইসিসি আয়োজিত কোনো ওয়ানডে টুর্নামেন্টে প্রথম চার ম্যাচে এত সেঞ্চুরি হয়নি আগে। প্রথম চার ম্যাচে এর আগে সর্বোচ্চ সেঞ্চুরি ছিল ৫টি। ২০০৩ ও ২০১৯ বিশ্বকাপে হয়েছিল তা। চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে এর আগে প্রথম চার ম্যাচে সবচেয়ে বেশি ৪টি সেঞ্চুরি দেখেছিল ২০১৭ সালে। চার ম্যাচে ৭ সেঞ্চুরি–চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে এক আসরে সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরির রেকর্ডটা নিশ্চিত করেই ভাঙতে যাচ্ছে পাকিস্তান ও দুবাইয়ে চলমান ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি। চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে এক আসরে সর্বোচ্চ সেঞ্চুরির রেকর্ডটা ১০। দুবার ১০টি সেঞ্চুরি দেখেছে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি। প্রথমবার ২০০২ সালে, দ্বিতীয়বার ২০১৭ সালে। ওয়ানডেতে এক টুর্নামেন্টে সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরি দেখেছে ২০২৩ সালে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ বিশ্বকাপ। ৪৮ ম্যাচের বিশ্বকাপে সেঞ্চুরি হয়েছিল ৪০টি, ভেঙেছিল ২০১৫ বিশ্বকাপে রেকর্ড। ২০১৫ সালে অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ডে সেঞ্চুরি হয়েছিল ৩৮টি। এবারের চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে সর্বোচ্চ ইনিংস খেলেছেন বেন ডাকেট। লাহোরে কাল অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৬৫ রান করেন ইংল্যান্ড ওপেনার। চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ইতিহাসেই এটি ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ ইনিংস। তবে রান তাড়ায় ডাকেটকে ম্লান করে দিয়েছে অস্ট্রেলিয়ার জশ ইংলিসের অপরাজিত ১২০ রানের ম্যাচজয়ী ইনিংসটি। ৭৭ বলে তিন অঙ্ক ছোঁয়া ইংলিস চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড ছুঁয়েছেন। ৭৭ বলের আগের সেঞ্চুরির ভুক্তভোগীও ছিল ইংল্যান্ড। ২০০২ সালে কলম্বোয় ১২৬ রান করার পথে ৭৭ বলে সেঞ্চুরি করেছিলেন ভারতের বীরেন্দর শেবাগ।

ইমামের রানআউট নিয়ে ইনজামামকে খোঁচা আকরাম–শাস্ত্রীর

আপনজন ডেস্ক: ইনজামাম-উল-হক ও রানআউট একসময় সমার্থক ছিল। ক্রিকেট দুনিয়ায় ইনজামামের রানআউট হওয়া নিয়ে আছে অনেক হাস্যরসাত্মক গল্পও। বিভিন্ন সময় সাবেক এই পাকিস্তানি ব্যাটসম্যানের রানআউট হওয়ার গল্প শুনিয়ে বেশ মজাও নিতে দেখা গেছে তাঁর সাবেক সতীর্থদের। আজ আরও একবার রানআউটকে ঘিরে আলোচনায় এসেছেন ইনজামাম। তবে নিজের রানআউটের জন্য নয়, ইনজামাম আলোচনায় এসেছেন তাঁর ভাতিজা ও পাকিস্তান দলের ওপেনার ইমাম-উল-হকের রানআউট হওয়ার ঘটনায়।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে ভারত-পাকিস্তানের হাইভোল্টেজ ম্যাচে বাবর আজমের সঙ্গে ওপেন করতে নেমেছিলেন ইমাম। শুরুতে স্কোয়াডে না থাকলেও ফখর জামানের চোট ইমামকে জায়গা করে দিয়েছে পাকিস্তান দলে। তবে সুযোগটা কাজে লাগাতে পারেননি ইমাম। ২৬ বলে ১০ রান করে ফিরেছেন রানআউট হয়ে। কুলদীপ যাদবের বলে মিডঅনে শট খেলে সিঙ্গেল নেওয়ার চেষ্টা করেন ইমাম। কিন্তু ক্ষিপ্রগতিতে বল কুড়িয়ে নিয়ে থ্রো করা অক্ষর প্যাটেলের গতিকে পেছনে ফেলতে ব্যর্থ হন ইমাম। ফিরতে হয় রানআউটের শিকার হয়ে।

ইমামের রানআউটের ঘটনা দুই দেশের সাবেক কিংবদন্তি ক্রিকেটার রবি শাস্ত্রী এবং ওয়াসিম আকরামকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় কিংবদন্তি ইনজামামের কাছে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে রেকর্ড ৪৬ বার রানআউট হয়েছেন ইনজামাম। সাবেক এই মিডলঅর্ডার ব্যাটসম্যানের ভাতিজা ইমাম আজসহ ৬ বার রানআউট হয়েছেন।

ধারাভাষ্যে থাকা শাস্ত্রী মজা করে জানতে চান রানআউট হওয়াটা ইমাম চাচার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছেন কি না? এই প্রশ্নের উত্তরে আকরাম বলেন, 'কোনো মন্তব্য করতে চাই না। ইনজি (ইনজামাম) কষ্ট পাবে। কিন্তু তেমন কিছু আমিও ভাবছি। আমি মোটেই বিশ্বের সেরা রানার ছিলাম না। তবে এই আউটটা (ইমামের আউট) আত্মঘাতী ছিল। এটার কোনো প্রয়োজন ছিল না। সে ভালোই সেট ছিল। এরপর বোকামি করে ড্রেসিংরুমে ফিরতে হলো।' এর আগে বিভিন্ন সময় ইনজামামের রানআউটের বিশেষ একটি ঘটনা উল্লেখ করে মজা করতে দেখা গিয়েছিল ওয়াসিমকে। একসঙ্গে খেলার সময় এক ম্যাচে উইকেটে ছিলেন ইনজামাম ও ওয়াসিম। বলের আগে দুজন ঠিক করে যেভাবেই হোক রান নেবে। এরপর বল ব্যাটে লাগতে ওয়াসিম দৌড়ে গিয়ে দেখেন ইনজামাম নিচে পড়ে আছেন।

একটু পর ওপরে তাকিয়ে দেখেন আকরাম পাশেই দাঁড়ানো। তখন ইনজামাম ওয়াসিমকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'ওয়াসিম ভাই, আপনি এখানে কী করছেন?'

এ ঘটনা নিয়ে ওয়াসিমের করা মজার জবাব দিয়েছেন ইনজামাম। সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে আকরামকে উদ্দেশ্য করে ইনাজামাম বলেন, 'আপনি দেখলেন যে একজন পড়ে গেছে। তাইলে আপনি দৌড়ে এলেন কেন? আপনার চোখ কই ছিল?' ইনজামামের কড়া জবাবের কারণেই হয়তো আজ কথা আর বেশি বাড়াননি আকরাম।

মেসি–ঝলকে বাঁচল প্রায় ৮০ মিনিট ১০ জন নিয়ে খেলা মায়ামি

আপনজন ডেস্ক: নির্ধারিত ৯০ মিনিট পেরিয়ে গেছে আগেই। রেফারির দেওয়া যোগ করা ১১ মিনিটের ৯ মিনিটও শেষ। নিউইয়র্ক সিটির বিপক্ষে ২-১ গোলে পিছিয়ে ইন্টার মায়ামি। তবে কি হার দিয়েই মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) নতুন মৌসুম শুরু করতে যাচ্ছে লিওনেল মেসির ইন্টার মায়ামি! এমন শঙ্কায় যখন মেসি ও মায়ামির ভক্তরা, আর্জেন্টাইন জাদুকর জাদুর বাক্স খুললেন আরেকবার। মেসির বাঁ পায়ের জাদুতে খুলে গেল গোলের দরজা। আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়কের পাস থেকে গোল করে সমতা ফেরালেন তালেকসকো সেগোভিয়া।

আর তাতেই ২৩ মিনিটেই ১০ জনের দল হয়ে যাওয়া ইন্টার মায়ামি ২-২ গোলে ড্র করে শুরু করল মৌসুম। ভারতীয় সময় আজ সকালের ম্যাচটিতে মায়ামির প্রথম গোলটাও মেসিরই বানিয়ে দেওয়া। ম্যাচ শুরুর ৫ মিনিটের মাথায় নিউইয়র্কের পেনাল্টি বক্সে ঢুকে পড়া মেসি বাঁ পায়ে বল ঠেলে দেন তমাস আভিলেসের কাছে। ২১ বছর বয়সী আর্জেন্টাইন সেন্টারব্যাকের গোল করা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না!

সেই আভিলেসই ১৮ মিনিট পর লাল কার্ড দেখে বিপদে ফেলে দেন দলকে। মায়ামি ১০ জনের দল হয়ে যাওয়ার ৩ মিনিট পরই সমতা ফেরায় নিউইয়র্ক। মিতিয়া ইলেনিচের গোলে ১-১ করা দলটি এগিয়ে যায় ৫৫ মিনিটে। এবারের গোলদাতা আলোনসো মার্তিনেজ। নিউইয়র্ক সিটি অগ্রগামিতা ধরে রেখেই ম্যাচটা যখন প্রায় শেষ করে ফেলছিল, তখনই আবার মেসি-ঝলক। মাঝ মাঠের একটু ওপরে সেগোভিয়ার কাছ বল পাওয়া মেসি অনেকখানি দৌড়ে সামনে এগিয়ে গিয়ে ডিফেন্সচেরা এক পাস বাড়ান বক্সে ঢুকে পড়া সেই সেগোভিয়াকে। ভেনেজুয়েলান মিডফিল্ডার নিউইয়র্কের গোলরক্ষকের মাথার ওপর দিয়ে চিপ করে গোল করে সমতা আনেন।

আর তাতে মায়ামির কোচ হিসেবে এমএলএস অভিষেকে প্রথম ম্যাচে অন্তত একটি পয়েন্ট পেলেন হাভিয়ের মাচেরানো।

১০ বছর ধরে সকাল ও দুপুরে না খেয়ে থাকছেন শামি

আপনজন ডেস্ক: চোট কাটিয়ে দীর্ঘ ১৪ মাস পর ফিরেছেন ক্রিকেটে। প্রত্যাবর্তনটাও হয়েছিল দারুণ। চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে নিজের প্রথম ম্যাচেই বাংলাদেশের বিপক্ষে মোহাম্মদ শামি নিয়েছেন ৫ উইকেট। ফেরার গল্পটা যে সহজ ছিল না, তা তো জানা কথাই। অস্ত্রোপচারের পরের দিনগুলোতে নাকি শামির মনে হতো, নতুন করে হাঁটা শিখছেন।

এ সময়ে যে আরও অনেক কঠিন পথ পাড়ি দিতে হয়েছে, তা তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তাঁকে দেখে ভারতেরই সাবেক উদ্বোধনী ব্যাটসম্যান নবজ্যোত সিং সিধুরই মনে হয়েছে, ৫-৬ কেজি ওজন কমিয়েছেন। ওই কথার জবাবে স্টার স্পোর্টসে ম্যাচের পর তিনি বলেছেন, 'আমি ৯ কেজি ওজন কমিয়েছি। সবচেয়ে কঠিন ব্যাপার হচ্ছে নিজেকে চ্যালেঞ্জ করা। আমি যখন এনসিএতে ছিলাম, ৯০ কেজির কাছাকাছি ওজন ছিল। আমি অস্বাস্থ্যকর খাবার খাইনি। মিষ্টি থেকেও দূরে থেকেছি।'

এ তো গেল চোটের সময়কার কথা–একজন ক্রিকেটারকে ফিট থাকতে যে কত কিছু করতে হয়, তার উদাহরণই হয়তো শামি। এর আগে ঘরোয়া লিগে শামির দল বাংলার বোলিং কোচ শিব সুন্দর দাস জানিয়েছিলেন, ফিট থাকতে শামি নাকি তাঁর প্রিয় বিরিয়ানি বিসর্জন দিয়েছিলেন। এ নিয়ে জানতে চাওয়া হলে হেসে শামি উত্তরে বলেন, 'যদি বিরিয়ানির কথা বলেন, মাঝেমধ্যে খাওয়া তো যায়ই এ রকম কিছু! (হাসি)।'

এরপরই ক্রিকেটের জন্য কত ত্যাগ করতে হয়, তার একটা বড় উদাহরণ সামনে আনেন ভারতীয় এই পেসার, '২০১৫ সালের পর থেকে আমি শুধু একবেলা খাই। সকালের নাশতা ও দুপুরের খাবার খাই না এতগুলো বছর ধরে। শুধু রাতে খাই। এই কাজ করা কঠিন, কিন্তু আপনি যখন একবার অভ্যস্ত হয়ে যাবেন, তখন সহজ হয়ে যায়।'

ক্রিকেটারদের বাইরের পারফরম্যান্সই দেখা যায় সব সময়। কিন্তু পেছনেও যে কত পরিশ্রম ও ত্যাগ থাকে–শামি যেন সেটারই উদাহরণ।

মালদা জেলা পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে গৌড় মালদা ম্যারাথন-২০২৫

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: মালদা জেলা পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে রবিবার সাত সকালে মালদায় হয়ে গেল গৌড় মালদা ম্যারাথন-২০২৫।

ম্যারাথনের উদ্বোধন পর্বে মূল আকর্ষণ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সকলের নজর কাড়লেন টলিউড অভিনেত্রী শুভশ্রী গাঙ্গুলী।এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া, জেলা পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব, মালদার বড় স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান মালদা মেডিকেল সেন্টারের অন্যান্য স্পন্সর রা সহ আরো অনেকেই। তাদের উপস্থিতিতেই এদিন মালদা পুলিশ লাইন ময়দান থেকে জেলা পুলিশের গৌড় মালদা ম্যারাথন ২০২৫ শুরু হয়।মহিলা-পুরুষ উভয় বিভাগে আয়োজিত ম্যারাথনে বহু প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগীতা শেষে সফল প্রতিযোগীদের ট্রফি সহ নগদ অর্থরাশির চেক তুলে দিয়ে পুরস্কৃত করেন জেলা পুলিশের আধিকারিকরা।

জয়নগরে ভলিবল টুর্নামেন্ট

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: গ্রাম বাংলার বুক থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে বিভিন্ন ধরনের খেলা। এই খেলা শরীর চর্চার একটা বড় অংশ হিসাবে কাজ করে। আর শনিবার রাতে জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ১ নং ওয়ার্ডে মজিলপুর বন্ধু চক্র ক্লাবের উদ্যোগে এক দিনের ভলিবল টুর্নামেন্ট হয়ে গেল। যাতে ৬ টি দল অংশ নেয়। যার মধ্যে দুটি মহিলা দল ছিলো। এদিন রাতে এই খেলার সূচনা করেন জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন পৌরসভার বর্তমান কাউন্সিলার ফরিদা বেগম সেখ, প্রাক্তন কাউন্সিলার সিরাজ উদ্দিন সেখ, সমাজসেবী তুহিন বিশ্বাস, আয়োজক ক্লাবের পক্ষে সাহারুল মন্ডল, স্মরণজিত চ্যাটার্জী সহ আরো অনেকে। এদিন রাতের এই খেলা দেখতে বহু দর্শক সমাগম হয়েছিল।

সোনারপুরে ক্যারাটে একাদেমির অ্যানুয়াল বেল্ট গ্রেডেশান এক্সাম ও সংবর্ধনা প্রদান

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● সোনারপুর

আপনজন: দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার সোনারপুর ব্লকের খেয়াদহ ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের নয়াবাদ উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত হল এ্যানুয়াল বেল্ট গ্রেডেশান এক্সাম ২০২৫ এবং সংবর্ধনা প্রদান কর্মসূচী। ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ রবিবার "শেইশিংকাই বেস্ট অফ বেস্ট মার্শাল একাডেমি" পরীক্ষা গ্রহণ ও সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠান আয়োজন করে। মার্শাল একাডেমির প্রধান প্রশিক্ষক নিতাই মন্ডল জানান, এদিন শেশিংকাই ক্যারাটে একাডেমির শিক্ষার্থীরা বেল্ট গ্রেডেশান এক্সামে অংশগ্রহণ করেন। এদিন বেল্ট গ্রেডেশান এক্সাম ছাড়াও একাডেমি থেকে জাতীয় পর্যায়ে পদকজয়ীদের এবং রাজ্য স্তরের বেল্ট গ্রেডেশান এক্সামে ব্লাক বেল্ট প্রাপকদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। এদিনের বেল্ট গ্রেডেশান এক্সাম পরিচালনা করেন ইন্দ্রনীল দাস। এদিন তিনি ১১০ শিক্ষার্থীর হাতে বিভিন্ন প্রকার কালার বেল্ট প্রদান করেন। নিতাই মন্ডল জানান, এদিন ১৫ জন শিক্ষার্থী সংবর্ধিত হন। এদের মধ্যে ২০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত "হ্যাপকিডো ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন্সশিপ ২০২৪-"এ পদকজয়ীদের মধ্যে সংবর্ধিত হন নিশান মন্ডল, শিল্পা সরদার, সার্থক সরদার, অঙ্কনা মন্ডল, অসিত মন্ডল, নীলাদ্রি সরদার, সৌমিক রায় চৌধুরী ও রিক রাউত। এছাড়াও সংবর্ধিত হন ১৯ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে ব্লাক বেল্ট প্রাপক নিশান মন্ডল, শিল্পা সরদার, আরাধ্যা মন্ডল, অনুশ্রী দাস, রাজকুমার মন্ডল, অসিত মন্ডল ও শুভমিত্রা প্রধান। এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সোনালপুর উত্তরের বিধায়ক ফিরদৌসী বেগম, খেয়াদহ ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে উপ প্রধান গৌরাচাদ নস্কর, নয়াবাদ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শান্তনু মন্ডল প্রমুখ।

এমএলএ কাপের শুভ উদ্বোধন নানুরে

কাজী আমীরুল ইসলাম● বীরভূম

আপনজন: নানুর পঞ্চায়েত সমিতির মাঠে আজ থেকে শুরু হল এম এল এ কাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতায় ছটা টিম অংশগ্রহণ করেছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলার সভাধিপতি কাজল শেখ নানুরের বিধায়ক বিধান চন্দ্র মাঝি সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Hawue, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Hawue**